জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা

প্রচার বিভাগ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা

প্রচার বিভাগ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
প্রচার বিভাগ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৬০৫২৫

১ম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩৭ হি./শ্রাবণ ১৪২৩ বাং/জুলাই ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Jangibad o Shantrashbader biruddhe Ahlehadeeth Andolon-er Bhumika (Role of Ahlehadeeth Andolon Bangladesh against militancy & terrorism). Published by : **Publication`s section of Ahlehadeeth Andolon Bangladesh**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-760525. Mob : 01711-578057. E-mail : ahlehadeethandolon @gmail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

পৃথিবীর যে প্রান্তেই বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত পরিচালিত হয়েছে, সেখানেই তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র হয়েছে। স্বার্থান্ধ ও দুনিয়াদার লোকেরা কোথাও এ আন্দোলনকে মেনে নেয়নি। হক ও বাতিলের আদর্শিক লড়াইয়ে বাতিলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফলে যখনই মানুষ হক চিনে ফেলে ও তার দিকে আকৃষ্ট হ'তে থাকে, তখনই উক্ত দাওয়াতকে অংকুরে বিনাশ করার জন্য সকল প্রকার চক্রান্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়।

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে যখনই এদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর বিশুদ্ধ দাওয়াত শুরু হয়, তখন থেকেই এর বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সকল বাধা পেরিয়ে আন্দোলন যখন দ্রুত বেগবান হ'তে থাকে, তখনই ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে নেমে আসে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিভীষিকা। যেখানে ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায় রচিত হয়। কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলন বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত এগিয়ে চলে। সাথে সাথে চক্রান্তকারীদের নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ যখন বৈশ্বিক রূপ ধারণ করেছে, ষড়যন্ত্রকারীরা তারও কিছু দায়ভার এই মহান আন্দোলন-এর উপরে চাপিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অথচ এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে এই আন্দোলন-এর নেতারাই সর্বাগ্রে জাতিকে সাবধান করেছে।

জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন করতে চাইলে এর বিশ্বাসগত ভ্রান্তির দিকটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। সেটা পরিষ্কার হ'লে আশা করি অনেকে ফিরে আসবে। যেমন ঈমানের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে তিনটি দল রয়েছে। খারেজী, মুরজিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছ। আহলেহাদীছের নিকট ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল, اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْاَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ– 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম হ'ল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা'। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। অতএব জনগণের ঈমান যাতে সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,

পরিবার, সমাজ ও সরকারকে সর্বদা সেই পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। নইলে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লে সমাজ অকল্যাণে ভরে যাবে।

খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল'। যুগে যুগে অধিকাংশ চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও অন্যদের ঈমান সমান'। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে। এই বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণেই খারেজীপন্থী লোকেরা তাদের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' মনে করে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। বর্তমানে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের মূল উৎস এখানেই। স্বার্থবাদী লোকেরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়ে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই উস্কে দিচ্ছে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার পরিপন্থী। প্রায় সব দেশেই শৈথিল্যবাদী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। চরমপন্থীরা এই সুযোগটা গ্রহণ করে এবং মানুষকে নিজেদের দলে ভিড়ায়। আমরা শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী সকলকে ইসলামের চিরন্তন মধ্যপন্থী আক্বীদায় ফিরে আসার আহ্বান জানাই।

বর্তমান প্রকাশনায় আমরা সাংগঠনিকভাবে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এযাবৎ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছি, তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। যদিও এটি সহ সকল প্রকার ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সার্বক্ষণিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

জানা আবশ্যক যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এবং শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি' ও 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' একই লক্ষ্যে পরিচালিত। দেশবাসীর প্রতি আমাদের আহ্বান, 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *বিনীত-*

প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত অডিও-সিডিতে ধারণকৃত বক্তব্য সমূহের অংশবিশেষ

ইসলামের নামে প্রচলিত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভূমিকা সর্বদা আপোষহীন। লেখনী, বক্তৃতা, ফৎওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সংগঠনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যেমন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লিখিত বই ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সমূহ থেকে কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হ'ল :

১. ১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবর বুধবার রাজশাহী মহানগরীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৬ উদ্বোধন করতে গিয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব **অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'এযুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হ'ল তিনটি : কথা, কলম ও সংগঠন'। ভাষণটি পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়।[১]

উক্ত ভাষণ শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে মাননীয় সভাপতি তিনটি বিষয়ে সকলকে সাবধান করেন। সেটি হ'ল ধর্মের নামে সৃষ্ট মাযহাবী তাক্বলীদ ও রাজনীতির নামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং তার বিপরীতে পুরা ইসলামকেই রাজনীতি গণ্য করে সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.) প্রচারিত চরমপন্থী মতবাদ। যেখানে তিনি বলেছেন, 'দ্বীন আসলে হুকূমতের নাম। শরী'আত ঐ হুকূমতের কানূন। আর ইবাদত হ'ল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'।[২] অতঃপর ইবাদতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত, যিকর ও তাসবীহ সবকিছু মানুষকে উক্ত (হুকূমত

---

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সমাজ বিপ্লবের ধারা (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৬ খৃ.) ২০ পৃ.।

২. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্বাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৮৭) ৩২০ পৃ.।

Contents

কায়েমের) বড় ইবাদতের জন্য প্রস্তুতকারী অনুশীলন বা ট্রেনিং কোর্স মাত্র'।[৩] প্রশ্নোত্তর পর্বটি পরে 'তিনটি মতবাদ' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

তাঁর উক্ত সাড়া জাগানো ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা সে সময় ভুয়া লেখক ও প্রকাশকের নামে 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি' শিরোনামে বই লিখে মারকাযে পাঠায় এবং সেখানে 'সশস্ত্র জিহাদ'-কেই একমাত্র পথ বলে সাব্যস্ত করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে তারা একই উদ্দেশ্যে 'যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা' নামে বই লিখে পাঠায় এবং সর্বত্র বিতরণ করে।

২. ১৯৯৮ সালের ২৫শে মে শহরের চিলড্রেন্স পার্কে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ :

'আপনারা বলুন! বোমাবাজির রাস্তা কি কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জায়েয আছে? বলুন! কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা কি জায়েয আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *'মান হামালা 'আলাইনাস সিলা-হ ফা লাইসা মিন্না'* অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুসলমানের বক্ষ লক্ষ্য করে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে মুসলমানের দলভুক্ত থাকল না'।[৪] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, *'আল-ক্বাতেলু ওয়াল-মাক্বতূলু কিলা-হুমা ফিন-নার'* 'হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী'।[৫] অতএব হাদীছ মওজূদ থাকতে কেমন করে আমি আমার দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করতে পারি? সুতরাং বুলেটের রাজনীতি এদেশে চলবে না'।

৩. রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত সংগঠনের দু'দিনব্যাপী ১২তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা ২০০২-এর প্রথম দিন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রদত্ত ভাষণ :

---

৩. মাওলানা মওদূদী, তাফহীমাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৭৯) ১/৬৯; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০১০ খৃ.) ২৩ পৃ.।

৪. مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا বুখারী হা/৬৮৭৪; মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০।

৫. إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّـــارِ বুখারী হা/৩১ মুসলিম হা/২৮৮৮; মিশকাত হা/৩৫৩৮।

...‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর এই তাবলীগী ইজতেমা একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে এ কারণে যে, আজকে আমাদেরকে বাংলাদেশের ৪টি জঙ্গীবাদী সংগঠনের অন্যতম হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি বহুল প্রচারিত দিল্লীর ইংরেজী দৈনিক (হিন্দুস্থান টাইম্‌স) পত্রিকায় চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬] সেটাকেই আবার বাংলাদেশের একটি বাংলা পত্রিকায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়েছে। এ সংখ্যা মাসিক **‘আত-তাহরীকে’**ও আপনারা সে রিপোর্টটি পাবেন।[৭] এ দেশের আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনগণকে জঙ্গীবাদী বলে চিহ্নিত করার পিছনে কাদের যে কি মতলব রয়েছে তা আল্লাহপাকই ভাল জানেন। আপনারা যারা বসে আছেন, আমরা কি কখনো আপনাদেরকে জঙ্গীবাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাংক লুট, গাড়ী ভাংচুর, ইণ্ডিয়াতে গিয়ে কাশ্মীরে দাঙ্গাবাজী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলাম? দুর্ভাগ্য, আজ আমাদের উপরেই এই ব্লেইম দেওয়া হয়েছে।...

রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আজকাল মানুষের সামনে কিছু সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী সংগঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমরা ঐ ধরনের জিহাদে বিশ্বাসী নই।... মানুষের আক্বীদায় যদি পরিবর্তন না আসে, জিহাদ কাকে বলে সে নিজে যদি না বুঝে, মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যদি সে উপলব্ধি না করে, তাহ’লে শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে একটা মানুষকে বা একটা জাতিকে বা একটা পরিবারকে পরিবর্তন করা কি সম্ভব? কোনদিনই সম্ভব নয়। এর বাস্তব প্রমাণ সাড়ে ছয়শ’ বছর ধরে দিল্লীতে বসে মুসলমানরা সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। হাতে অস্ত্র ছিল, বিরাট সেনাবাহিনী ছিল, টাকা-পয়সার কোন অভাব ছিল না, যার প্রমাণ দিল্লীর দেওয়ানে খাছ, দেওয়ানে আম, আগ্রার তাজমহল, কুতুব মিনার, যার তুলনীয় একটা বিল্ডিং তৈরী করার ক্ষমতা ভারত সরকারের হয় নাই। এতকিছু দেওয়া সত্ত্বেও মুসলিম মাইনরিটি আজও পর্যন্ত খোদ দিল্লীতেই। ১৯০ বছর ইংরেজরা এ দেশ শাসন করেছে, কই বাংলাদেশের মুসলমান বা হিন্দু ভাইরা কি খ্রিষ্টান হয়ে গেছেন? এত বছর ধরে শাসন করেও আমাদের

---

৬. হিন্দুস্থান টাইম্‌স ১৯২৪ সালে দিল্লী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালে জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে এই পত্রিকার দৈনিক প্রচার সংখ্যা ১৩ লাখ ১ হাযার ১৩৯ *(সূত্র : ইন্টারনেট)*।

৭. মাসিক আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০২, ৩৭ পৃ.।

আক্বীদার পরিবর্তন তারা করতে পারে নাই! বুঝা গেল যে, রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে আর অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে, আর সশস্ত্র হুমকি দিয়ে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নবীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে মানুষের সামনে আসেন নাই। তাঁরা অস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁদের দাওয়াত ছিল আক্বীদা পরিবর্তনের দাওয়াত।... অতএব বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলাদেশের যমীনে যে কাজ করে যাচ্ছে সেটা নবীদের মৌলিক তরীকার কাজটিই করে যাচ্ছে। আক্বীদা সংশোধনের কাজ করে যাচ্ছে'।

৪. ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে ২৫শে মে'০২ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ :

'আমাদের যে আন্দোলন চলছে, অন্যেরা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এটা মোটেও ভাববেন না।... 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বাংলার যমীনে জোরেশোরে সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাক এটা কি অন্যেরা পসন্দ করবে? আর সেজন্যই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিহাদ ও ক্বিতালের শ্লোগান তোলা হয়েছে। যাতে জিহাদের নাম করেই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেদেরকে, আহলেহাদীছের এই তাযা সন্তানগুলিকে টান দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আপনাদেরকে ভুলানো হচ্ছে জিহাদের নাম করে। খবরদার! এগুলো জিহাদ নয়, জিহাদের ব্যবসা।... যারা আজ জিহাদ করছে কালকে তারা খেতে পেত না। অথচ আজকে হোণ্ডা নিয়ে আর মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অর্থ পাচ্ছে কোথায়?... আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন। জিহাদ ও ক্বিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনি, আপনার সংগঠন খতম করা। ইসলামী দল বাংলাদেশে তো আরও রয়েছে, তাদের মধ্যে তো এগুলো নেই! কারণ টার্গেট আপনি। অতএব সাবধান হয়ে যান, কোন ধোঁকায় পা দিবেন না'।

৫. নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ১৩তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩-এর দ্বিতীয় দিন ১৪ই মার্চ শুক্রবার প্রদত্ত ভাষণ :

'... আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, আমাদের শ্লোগান 'দাওয়াত ও জিহাদ' শুনে অনেকের মনে ইতিমধ্যেই সন্দেহ হয়ে গেছে যে, এদের হাতে

Contents

মনে হয় অস্ত্র আছে। হয়তবা বোমা নিয়ে বসে আছে। আমি এখানে উপস্থিত সকল ভাইকে যাদেরকে আমি চিনি বা চিনি না সবাইকে লক্ষ্য করে বলছি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কোন রকম সরকার বিরোধী জঙ্গী তৎপরতায় বিশ্বাস করে না'।

৬. ২০০৪ সালের ৫ই নভেম্বর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা :

'বিদ'আতীরা কখনোই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে বরদাশত করে নাই। যখনই আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, তখনই এটাকে ছুরিকাঘাত করার জন্য চারিদিক থেকে শুরু হয়ে গেছে একেকটা পত্র বোমা আর লেখনীর বোমা। এখন আবার আহলেহাদীছদের মধ্যেই তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'মুজাহিদীনে'র নাম করে 'মুসলিমীনে'র নাম করে আমাদের ছেলেদেরকে নিয়ে যাচ্ছে চরমপন্থী আন্দোলনে। সাবধান থাকবেন। আপনার ছেলেকে যদি কেউ বলে, তুমি আমার জিহাদ মুভমেন্টে ঢুক, অস্ত্র প্রশিক্ষণ দাও, ঐতো জান্নাত দেখা যাচ্ছে। *'ইন্নী ওয়াজাদতু রায়েহাতাল জান্নাহ মিন অরায়ে ওহোদ'* অর্থাৎ 'ওহোদ পাহাড়ের পিছন থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি'।[৮] এই হাদীছ শুনিয়ে শুনিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে কোন নিভৃত পল্লীতে গিয়ে অথবা কোন মসজিদের মধ্যে ঢুকে বোমা তৈরীর টেকনিক শেখানো হচ্ছে। আহলেহাদীছের সন্তানদের মধ্যেই যারা আমাদের মুভমেন্ট করে, যারা 'যুবসংঘ' করে তাদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনারা সাবধান থাকবেন। যদি কোন মসজিদে এই ধরনের প্রতারণামূলক কাজ করতে কেউ আসে, জিহাদের নাম করে ধোঁকা দিতে আসে, সরাসরি মসজিদ থেকে তাদেরকে বের করে দিবেন। এরা আহলেহাদীছ নয় এরা আহলেহাদীছের দুশমন'।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কস্মিনকালেও কোন চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। এরা কখনোই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নয়। এরা কখনোই কোন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। মানুষকে যবরদস্তি করে, পিটিয়ে হত্যা করে, রাইফেলের ভয় দেখিয়ে, বোমা মেরে কস্মিনকালেও এরা মানুষকে হেদায়াতের দাওয়াত দেয় না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে তরীকায়

৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৩৭৮-৭৯ পৃ.। ওহোদ যুদ্ধে শহীদ ছাহাবী আনাস বিন নাযার (রাঃ)-এর বক্তব্য। সেখানে ইন্নী আজিদু... রয়েছে।

মানুষকে আহ্বান করেছেন, সে তরীকায় আমরা মানুষকে আহ্বান করি। মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। কখনই বোমা মেরে মানুষকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ত তাহ'লে আমেরিকা সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু পারছে না। কাশ্মীরে বিগত ৫৬ বছর ধরে ভারত বোমা মারছে, কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে কি তারা হিন্দু বানাতে পেরেছে? ১৯০ বছর এই বাংলাদেশে ইংরেজরা শাসন করেছে, ইংরেজরা কি আমাদেরকে ইংরেজ বা খ্রিষ্টান বানাতে পেরেছে? অতএব বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র স্পষ্ট বিশ্বাস এই যে, রাসূলের তরীকায় শান্তি। আপনার লেখনী আপনার বক্তব্য আপনার সংগঠন সবই হবে হক-এর পক্ষে'।

৭. ২০০৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা :

'...বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এই বাংলাদেশের বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কার কামনা করে। আর সেটা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী আবশ্যক। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যেভাবে মক্কা ও মদীনাতে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী সৃষ্টি করেছিলেন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)-এর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ, যাদের তুলনীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই সৃষ্টি হবে না। দুর্ভাগ্য, ইতিহাস তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী বলেছে।... আজকেও যারা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে নওদাপাড়া মারকাযকে সন্ত্রাসের মারকায বানাচ্ছে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ইমারতকে যারা নিকৃষ্টভাবে জঙ্গীবাদের সমর্থক মনে করেছে, তাদের এই মিথ্যা নিঃসন্দেহে একদিন পরাজিত হবে। সত্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।...

জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনোই এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কস্মিনকালেও জিহাদ করে না। তারা সন্ত্রাস করে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করে, তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। ওরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন। এদের বিরুদ্ধেই

Contents

আমাদের সংগ্রাম। দুর্ভাগ্য আজ আমাদেরকেও তাদের সাথে শামিল করে ফেলা হয়েছে। আমি আহ্বান জানাব আহলেহাদীছ ভাইদেরকে, আহলেহাদীছ তরুণ ছেলেদেরকে, সাবধান হয়ে যাও, কোন চরমপন্থী আন্দোলনে ঢুকবে না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মার খেয়েছেন, নিজের দেহ দিয়ে রক্ত ঝরেছে, নিজের দাঁত ভেঙ্গেছে। এরপরেও তিনি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছেন। মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করেছে, দারুণভাবে অপদস্থ করেছে। কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে কখনো বদদো'আ পর্যন্ত করেননি'।... অডিও ডাউনলোড লিংক- http://ahlehadeethbd.org/audiovideo.html

****

কারা পূর্বকালের বিশেষ সম্পাদকীয় সমূহ

(১) হে সন্ত্রাসী! আল্লাহকে ভয় কর

সন্ত্রাসীদের প্রতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর আহ্বান :**

... হে সন্ত্রাসী! তুমি জন্মগতভাবে ছিলে ফুলের মত সুন্দর একটি ফুটফুটে মানব শিশু। যৌবনে তুমি হয়েছ সন্ত্রাসী নামক সমাজের ঘৃণ্য জীব। তওবা কর সন্ত্রাস থেকে। ফিরে চল তোমার প্রভু আল্লাহ্র দিকে। কষ্টের হালাল রূযীর উপরে সন্তুষ্ট থাকো। তোমার নিষ্পাপ সন্তানের শ্রদ্ধেয় পিতা হবার চেষ্টা কর। সমাজের সর্বাধিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত কর। মনে রেখ, তোমার কর্ণ, তোমার চক্ষু, তোমার হৃদয় ও বিবেক-বুদ্ধি সবকিছুই ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে *(বনু ইসরাঈল ১৭/৩৬)*। কি জবাব দেবে তুমি সেদিন? তুমি কি পারবে জাহান্নামের কঠিন আযাব একদিন ভোগ করতে? তুমি কি চাওনা দুনিয়াতে সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে? অতএব ফিরে এসো প্রভুর পানে। তওবা কর খালেছ মনে। অনুতপ্ত হও আল্লাহ্র কাছে ও বান্দার কাছে। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আসার আগেই নিজেকে সংশোধন করে নাও। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন![৯]

(২) প্রকৃত জিহাদই কাম্য

...এদেশে বিদেশী খ্রিষ্টান এনজিওগুলির খপ্পরে পড়ে হাযার হাযার হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিয়ত খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে। যাদের নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে

৯. সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৩; দিগদর্শন ১/১৫৪।

ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূরের মত অবস্থা বাংলাদেশে যেকোন সময় হতে পারে। সেদিকে ঐসব বাম ঘেঁষা পত্রিকাগুলির কোন মাথাব্যথা নেই।...

জানা আবশ্যক যে, ...ভিতর ও বাহিরের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র সবসময় এদেশের ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করতে চেয়েছে। এতদিন পর পলিসি পরিবর্তন করে এখন তারা মুছল্লী সেজে মসজিদে ঢোকার পলিসি গ্রহণ করেছে। দেশের বাম ও বাম ঘেঁষা দলগুলির ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখন ইসলামী দলগুলির মধ্যে তাদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় যদি আহলেহাদীছদের কোন ছেলেকে হাত করে তারা তাদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা তাতে দু'টি স্বার্থ হাছিল হবে। ১-'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃত্বে অগ্রগামী বর্তমানে সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ আহলেহাদীছ জনশক্তিকে ভিতর থেকে দুর্বল করা। ২- শিরক ও বিদ'আত মুক্ত নির্ভেজাল ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে জনগণকে অন্ধকারে রাখা।

অতএব যদি বাংলাদেশে জিহাদ ও ইসলামের নামে কোন সশস্ত্র সংগঠন থেকেই থাকে, তবে তার উৎস বাংলাদেশে নয়, বরং ইসলাম বৈরী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। 'হিন্দুস্থান টাইম্স' ২০০২ সালের প্রথম দিকেই বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ'কে জঙ্গী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেছিল। এতদিন পরে তাদের অনুসারী পত্রিকাগুলির মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, 'আহলেহাদীছ' বলতে তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কেই বুঝাতে চেয়েছে। কেননা এ সংগঠনের মূল শ্লোগান হ'ল- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ'। 'আমাদের রাজনীতি, ইমারত ও খেলাফত'। 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। ইসলামের এই মৌলিক শ্লোগানগুলি ইসলাম বিরোধী শক্তির বুকে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় বিদ্ধ হয়। তাই তারা প্রথমে 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি' নামে বই লিখে সেখানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু আহলেহাদীছ তরুণকে বিভ্রান্ত করে। অতঃপর তাদের দিয়েই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মূল নেতাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। এছাড়াও রাজনৈতিক হয়রানি গত কয়েক বছর থেকেই চলছে।

আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমরা সর্বদা দাওয়াত ও জিহাদে বিশ্বাসী। 'জিহাদ' ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। মুমিনের যিন্দেগী প্রতি মুহূর্তে

জিহাদের যিন্দেগী। মুসলমান যখনই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তখনই তার উপরে আল্লাহর গযব নেমে আসবে। এই জিহাদ হবে সর্বদা নিজের প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের বিরুদ্ধে, যাবতীয় শয়তানী আদর্শের বিরুদ্ধে, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী যাবতীয় আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে। শান্ত অবস্থায় এই জিহাদ হবে কথা, কলম ও জনমত সংগঠনের মাধ্যমে। কিন্তু দেশের উপর সশস্ত্র হামলার সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক সক্ষম আহলেহাদীছ নরনারী হাতে অস্ত্র তুলে নিবে এবং ইসলামের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হাসিমুখে বুকের তপ্ত-তাযা খুন ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা নিছার আলী তীতুমীর, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বেই এক সময় ভারতবর্ষে জিহাদ আন্দোলন হয়েছিল। তাঁদেরই রক্তভেজা পথ বেয়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করেছি। তবে বর্তমান অবস্থায় এগুলি জিহাদের নামে সন্ত্রাস ব্যতীত কিছুই নয়। এসবের সাথে প্রকৃত জিহাদের কোনই সম্পর্ক নেই। মুমিন হিসাবে আমাদের নিকটে প্রকৃত জিহাদই কাম্য। এ প্রেক্ষিতে আমরা সরকারের নিকটে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, দেশের সকল মাদরাসা ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিন ও তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী তা'লীম দিন।

পরিশেষে আমরা বিদেশী শত্রুদের খপ্পরে পড়ে দেশের ও ইসলামের ক্ষতিকর তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। সাথে সাথে সরকারী প্রশাসনকে দেশের সত্যিকারের বন্ধু যাচাই করে ধীর মস্তিষ্কে পা ফেলার অনুরোধ জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন![১০]

---

১০. সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ৬/১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৩; দিগদর্শন ১/১৫৮-১৬১। উল্লেখ্য যে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ১০টি মিথ্যা মামলা দিয়ে ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় রাজশাহীর নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় 'দারুল ইমারত'-এর বাসা হ'তে আমীরে জামা'আত সহ চার নেতাকে গ্রেফতার করে। অতঃপর ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারা ভোগ শেষে ২০০৮ সালের ২৮শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব তিনি বগুড়া যেলা কারাগার হ'তে যামিনে মুক্তি লাভ করেন।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সমূহ

১. ১৩/০৮/২০০০ইং তারিখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন স্বাক্ষরিত ৬৬/১-৩৮/২০০০ নং পত্রে যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে জানানো হয়, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জিহাদের নামে কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বাসী নয়। বর্তমানে 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' নামে বাংলাদেশে এক উগ্র ও সন্ত্রাসী গ্রুপের পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ... উক্ত সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক বা সমর্থন নেই'।

এক্ষণে আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ, আপনার যেলায় কোন কর্মী যদি উক্ত গ্রুপের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তাকে অবশ্যই বুঝাবেন। যদি তারা ফিরে না আসে, তাহ'লে সাথে সাথে কেন্দ্রকে অবহিত করবেন। কেন্দ্রীয় সংগঠন তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। এই সাথে উক্ত গ্রুপের অপতৎপরতা থেকে আপনার যেলার সকল নেতা-কর্মী ও সর্বসাধারণকে সাবধান করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

২. ৯/১১/২০০১ইং তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত 'আন্দোলন'-এর পত্র সংখ্যা ২২৩(২)/২০০১ নং পত্রে সকল যেলা সভাপতি বরাবর এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে, এতদ্বারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের ধূয়া তুলিয়া 'জিহাদ'-এর নামে দেশের তরুণ ও যুবকদেরকে বিপথগামী করিবার জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠী অপতৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবরা-খবরে প্রকাশ পাইতেছে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী ও চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ’ বা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কোনরূপ সমর্থন বা সম্পর্ক নাই। এসব দলের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে সংগঠনের যে কোন স্তরের যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সময়ে সংগঠন হইতে ‘বহিস্কৃত’ বলিয়া গণ্য হইবে’।

সংগঠনের পক্ষ হ’তে প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কোন জঙ্গীবাদী সংগঠনের সাথে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

তাং ২৯শে জুলাই ২০০৪ বৃহস্পতিবার।

স্বাক্ষর : অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

সংগঠনের মুখপত্র মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর ফৎওয়া সমূহ

(১) আগস্ট ২০০০ প্রশ্ন (২৪/৩২৪) : বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে। যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি?

-ইউনুস আলী, সাং ও পোঃ ফিংড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না কথাটি ঠিক নয়। কারণ ইসলাম কায়েমের মূল মাধ্যম হচ্ছে ‘দাওয়াত’। যার দায়িত্ব সকল নবী পালন করেছেন। আমাদের নবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বৎসর মক্কায় স্রেফ দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মাদানী জীবনে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি পান। যা কেবল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। যা ছিল প্রতিরক্ষামূলক কিংবা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে। কোন পাপী মুসলমান বা মুনাফিকের বিরুদ্ধে তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না। বরং মৌখিক কালেমার দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করতেন।... অতএব ‘বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। ... কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কোন স্তরের নেতা-কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না’।

(২) ফেব্রুয়ারী ২০১৩ প্রশ্ন (৪০/২০০) : সম্প্রতি ‘যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা’ নামে সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে বাজারে বই ছাড়া হয়েছে। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই যেখানে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের বিপক্ষে বক্তব্য রয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করে আপনাদেরকে এ যুগের শয়তান, ইহূদীদের এজেন্ট ইত্যাদি বলা হয়েছে। অমনিভাবে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে জনৈক তরুণ মুফতীর (জসীমুদ্দীন রহমানী) গরম গরম বক্তৃতায় ও লেখনীতে উৎসাহিত হয়ে অনেক আহলেহাদীছ তরুণ ঐ দলে ভিড়ে যাচ্ছে। তারা বলছে আপনারা ছহীহ হাদীছ মানেন ঠিক আছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন না। অনেকে বলছে, আপনাদের আক্বীদা ভাল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আপনাদের কোন পদক্ষেপ নেই। এ বিষয়ে আপনাদের জবাব কি?

-নাজমুল হাসান, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর : ভুয়া নাম-ঠিকানা সম্বলিত সুদৃশ্য মলাটে মোড়ানো ২২৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি সম্প্রতি আমাদের কাছে এসেছে। পুরো বইটিতে যে প্রচণ্ড হিংসা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো হয়েছে, তাতে পরিচয়হীন এই লেখকের অসৎ উদ্দেশ্য পরিষ্কার। যদিও তার লেখনীর মধ্যেই তার দাবীর বিরুদ্ধে জওয়াব বিদ্যমান। যেমন তিনি সূরা তওবা ৫ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ভূপৃষ্ঠের যেখানে মুশরিকদের পাও, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর’ হারাম শরীফ ব্যতীত’ *(পৃঃ ৯২)*। অতঃপর তিনি হাদীছ পেশ করে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই...’। তিনি যেহেতু শেষনবী, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে’। এরপর তিনি উপসংহার টেনে বলেছেন, আমরা উপরের কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রথমে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেন। এই ফরয আদায়ের জন্য তিনি ও সাহাবাগণ আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় *(পৃঃ ৯৪)*। <u>অর্থাৎ লেখকের দাবী মতে, এখন দেশের যেখানেই মুশরিক পাবে, সেখানেই তাকে হত্যা করবে এবং এখুনি সেটা</u>

করতে হবে। আমরা যেহেতু সেটা করছি না, সেহেতু আমরা 'শয়তান' এবং 'ইহূদীদের এজেন্ট'। বস্তুতঃ সংস্কারমুখী আন্দোলনের কারণে ১৯৭৮ সাল থেকেই আমাদের নেতৃবৃন্দ ঘরে-বাইরে এরূপ গালি খেয়ে আসছেন। যেহেতু আমরা এগুলি নই, তাই হাদীছ অনুযায়ী এগুলি অপবাদ দানকারীদের উপরেই বর্তাবে *(মুসলিম হা/৬০)*। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর ভাষায় 'এসবই আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধাগ্নি ও হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত কিছুই নয়' *(কিতাবুল গুনিয়াহ ১/৯০)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (পরস্পরে যুদ্ধ করা) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করা) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা বোমাবাজির মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করতে চাচ্ছে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়। তাছাড়া উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দেবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়?

...মূলতঃ জিহাদের নামে এই সকল অতি উৎসাহী মুফতীরা যেসব অর্থহীন হম্বি-তম্বি করে থাকেন, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই শ্রেণীর বায়বীয় আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করছে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্র ও তাদের দোসররা। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের পূর্বে আমাদের প্রকাশিত 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ভুয়া নাম-ঠিকানাধারী জনৈক লেখক সশস্ত্র জিহাদ ও ক্বিতালের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে বই লিখে আমাদের মারকাযে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান তৎপরতা তারই ধারাবাহিকতা হওয়াটা বিচিত্র নয়।

জেনে রাখা উচিৎ যে, মানুষ হত্যা করা ইসলামের মিশন নয়। কোন নবী মানবহত্যার দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি। আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানবজাতিকে দুনিয়াবী কল্যাণের পথ দেখানো ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রদর্শনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তারা অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন মূলতঃ আত্মরক্ষার জন্য এবং অন্যায়কে প্রতিরোধের জন্য। মুশরিকদের হত্যা করাই যদি আল্লাহ্র নির্দেশ হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেন মদীনায় গিয়ে ইহূদীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করলেন? কেন ইহূদী বালককে তাঁর বাড়ীতে গোলাম হিসাবে রাখলেন? এমনকি মৃত্যুকালেও খাদ্যের বিনিময়ে জনৈক ইহূদীর কাছে তাঁর বর্মটি বন্ধক ছিল। বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহু পূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬৩; মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২)*।

২য় প্রশ্নের জবাব এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেকই আমরা কোন মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সমর্থন করি না *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) ৭/২৩৩ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই)*। ৩য় প্রশ্নের জবাব এই যে, নবীদের হেদায়াত অনুযায়ী মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে এর মাধ্যমেই একদিন 'খেলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বড় কথা হ'ল অমুসলিম বা কপট মুসলিম সবাইকে যদি হত্যাই করে ফেলা হয়, তাহ'লে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? আমাদের রাসূল (ছাঃ)

এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে *(আম্বিয়া ১০৭)*। তিনি মানুষ হত্যার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করেছেন *(জুম'আ ২)*। আর তাদের হাতে গড়া সেই সোনার মানুষগুলোর মাধ্যমেই ইসলামের চূড়ান্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। আমরাও সে লক্ষ্যে সাধ্যমত আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছি।

জানা আবশ্যক যে, কেবল 'রাফউল ইয়াদায়েন' করলেই তাকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয় না। বরং ছহীহ আক্বীদা ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলের মাধ্যমেই প্রকৃত 'আহলেহাদীছ' হওয়া যায়। অতএব আহলেহাদীছ তরুণরা সাবধান!

(৩) মার্চ ২০১৪ প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : জিহাদ কি এবং কেন? কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদ 'ফরযে আইন' এবং 'ফরযে কিফায়া' সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুবকর ছিদ্দীক, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : 'জিহাদ' অর্থ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো'। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এর দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে রাখা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ইবনু হাজার বলেন, নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী 'জিহাদ' অধ্যায়-এর ভূমিকা ৬/৫ পৃঃ)*। কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক' *(ফাৎহুল বারী হা/ ২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃঃ)*। তবে ঈমান, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় সশস্ত্র 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরয আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, জানাযা ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কিফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আয়েন হয়ে যায়। যেমন, (১) মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ'লে *(তওবাহ ৯/১২৩)*। (২) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। (৩) যুদ্ধের সারিতে

উপস্থিত হ'লে *(আনফাল ৮/১৫, ৪৫)*। (৪) যখন কেউ বাধ্য হয় *(তিরমিযী হা/১৪২১, মিশকাত হা/৩৫২৯)*। বর্তমান যুগে মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে।

স্মর্তব্য যে, শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার অধিকার হ'ল মুসলমানদের সর্বসম্মত আমীরের *(নিসা ৪/৫৯)*। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কোন দল বা ব্যক্তি এককভাবে কারু বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করতে পারে না *(এবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

(৪) নভেম্বর ২০১৪ প্রশ্ন (৫/৪৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ইবাদত কবুল হবে না। এটা কি ঠিক?

-আমীনুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৯১০, মিশকাত হা/৩৮১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। অতএব যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জিহাদের বাসনা ও শহীদী মৃত্যুর কামনা থাকা যরূরী। অবশ্যই সে জিহাদ হ'তে হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত জিহাদ।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিহাদের নামে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, তা কখনোই জিহাদ নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*।

(৫) মার্চ ২০১৫ প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : অমুসলিম দেশে অবস্থান কালে সেদেশের আইন মেনে চলা কি যরূরী?

-সুমন, পীরগঞ্জ. ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : মুসলিম হৌক অমুসলিম হৌক প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিধি-বিধান শরী'আত বিরোধী না হলে তা মেনে চলা সেদেশের নাগরিকদের জন্য আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাদের (শাসকদের) হক

আদায় কর এবং তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও *(বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। তবে ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয় *(বুখারী হা/৭২৫৭; মিশকাত হা/৩৬৯৬, ৩৬৬৪)*। বরং তা থেকে বিরত থাকতে হবে, তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা তাকে ঘৃণা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। সেক্ষেত্রে বাধ্য করা হলে সেদেশ থেকে হিজরত করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় সেখানে অবস্থান করতে হলে এবং তাকে শরী'আতবিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হ'লে সেক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই ৪২-৪৪ পৃঃ)*।

(৬) জুন ২০১৫ প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : জিহাদ ও ক্বিতালের মধ্যে পার্থক্য কি?

-শহীদুল্লাহ, বোয়ালকান্দি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' অর্থ- আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো' এবং 'ক্বিতাল' অর্থ- আল্লাহ্র পথে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা'। দু'টি শব্দ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ক্বিতাল শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবোধক এবং জিহাদ ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থগত ব্যাপকতার কারণে কখনো পিতা-মাতার খেদমত করাকে অন্যতম জিহাদ বলা হয়েছে, কখনো কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। অনুরূপ শাসকের নিকট হক কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে *(আনকাবূত ৬; বুখারী হা/৫৯৭২, ৬৪৯৪; তিরমিযী, হা/১৬৭১; মিশকাত হা/৩৭০৫)*।

বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয। তবে সেটি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনো নিরস্ত্র হবে, কখনো সশস্ত্র হবে। নিরস্ত্র জিহাদ মূলতঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত ও হক-এর উপরে দৃঢ় থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ক্বিতালের জন্য অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত সামর্থ্য, বৈধ কর্তৃপক্ষ এবং আল্লাহ্র পথে নির্দেশ দানকারী আমীরের প্রয়োজন হবে। নইলে ছবর করতে হবে এবং সম্ভবপর আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় ইসলামকে অন্যান্য দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার সংগ্রামকে বলা হবে

‘জিহাদ’। যাকে এযুগে ‘চিন্তার যুদ্ধ’ (اَلْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ) বলা হয়। এই জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা এবং জান-মাল ব্যয় করা নিঃসন্দেহে জান্নাত লাভের উত্তম অসীলা হবে। *(বিস্তারিত দেখুন : ‘জিহাদ ও ক্বিতাল’ বই)*।

মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রবন্ধ সমূহ

(১) জিহাদ ও ক্বিতাল *(দরসে কুরআন; ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১)*। বই আকারে প্রকাশিত ফেব্রুয়ারী ২০১৩। ২য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

লেখক : আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

(২) দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি *(দরসে কুরআন; ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩)*। ‘ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি’ নামে বই আকারে প্রকাশিত মার্চ ২০০৪।

লেখক : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

(৩) ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!

(প্রবন্ধ; ৮ম বর্ষ ৭ম-১২তম সংখ্যা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৫, ৬ কিস্তি)।

লেখক : মুযাফফর বিন মুহসিন।

(৪) সন্ত্রাস : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *(প্রবন্ধ; ৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০০৬)*।

লেখক : নূরুল ইসলাম।

(৫) উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম *(প্রবন্ধ; ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬)*। লেখক : নূরুল ইসলাম।

(৬) আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণতি *(প্রবন্ধ; ৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৬)*। লেখক : আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম।

(৭) তথ্য সন্ত্রাস : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *(প্রবন্ধ; ৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৬)*। লেখক : ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।

(৮) তথ্য সন্ত্রাসের কবলে আহলেহাদীছ জামা‘আত *(প্রবন্ধ; ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬ ও ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০০৭, ২ কিস্তি)*।

লেখক : ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।

(৯) মুমিন জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *(প্রবন্ধ; ১০ম বর্ষ ৭-৯ম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৭, ৩ কিস্তি)*।

লেখক : মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত জঙ্গীবাদ বিরোধী সম্পাদকীয় সমূহ

(১) হে সন্ত্রাসী! আল্লাহকে ভয় কর (প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৬ষষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০২)।

(২) প্রকৃত জিহাদই কাম্য (প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৬ষষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৩)।

(৩) দেশব্যাপী বোমা হামলা : বিপন্ন স্বাধীনতা, টার্গেট ইসলাম।

(সম্পাদক : ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ৮/১২ সংখ্যা, সেপ্টে'০৫)।

(৪) ধর্মের নামে বোমা হামলার নেপথ্যে (সম্পাদক : ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫)।

(৫) সুইসাইড বোমা হামলা : অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের বিস্তার আর কত দূর? (সম্পাদক : ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ৯/৩ সংখ্যা, ডিসে'০৫)।

(৬) আবারো বোমা বিস্ফোরণ : কথিত জাদীদ আল-কায়েদার দায়িত্ব স্বীকার (সম্পাদক : ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ১০/৮ সংখ্যা, মে'০৭)।

(৭) আত্মহত্যা করবেন না (প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ১৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৪)।

(৮) আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয় (প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ১৯তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৬)।

(৯) সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে পরামর্শ (প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ১৯তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৬)।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই সমূহ

(১) ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি (মার্চ ২০০৪)।

লেখক : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

(২) জিহাদ ও ক্বিতাল (ফেব্রুয়ারী ২০১৩; ২য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৩)।

লেখক : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

(৩) জিহাদ ও জঙ্গীবাদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (এপ্রিল ২০১০)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (সহকারী সম্পাদক : মাসিক আত-তাহরীক)।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন সমূহ

(১) শিরোনাম : আমরা যেকোন চরমপন্থী মতবাদ ও নেগেটিভ মুভমেন্টের ঘোর বিরোধী।

তাং রাজশাহী ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫, বৃহস্পতিবার।

স্থান : স্বপ্নিল কমিউনিটি সেন্টার, রাজশাহী।

রিপোর্ট : মাসিক আত-তাহরীক, ৮/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ৪৫।

(২) শিরোনাম : যারা নিরীহ মানুষ হত্যা করে তারা ইসলামের বন্ধু নয়, শত্রু।

তাং ঢাকা ১১ই ডিসেম্বর ২০০৫, রবিবার।

স্থান : 'ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি' মিলনায়তন, ঢাকা।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৪-৫ সংখ্যা, জানু-ফেব্রু'০৬, পৃ. ৪৩।

(৩) শিরোনাম : জোর করে কারু উপরে কোন আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

তাং রাজশাহী ২৩শে ডিসেম্বর ২০০৫, শুক্রবার।

স্থান : সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, রাজশাহী।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৪-৫ সংখ্যা, জানু-ফেব্রু'০৬, পৃ. ৪৩।

(৪) শিরোনাম : সাংবাদিক সম্মেলন।

তাং রাজশাহী ১৭ই মার্চ ২০০৬, শুক্রবার।

স্থান : মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ হল রুম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, পৃ. ৪৬।

(৫) শিরোনাম : সাংবাদিক সম্মেলন।

তাং রাজশাহী ৮ই ডিসেম্বর ২০০৬, শুক্রবার।

স্থান : সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, রাজশাহী।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ১০/৪ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৭, পৃ. ৪৬।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে টিভি 'টক শো'

(১) বিটিভি : তাং ৫ই ডিসেম্বর ২০০৫ সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিট।

প্রচারিত : 'সময়ের সংলাপ' অনুষ্ঠান।

আলোচকবৃন্দ : ১. ড. মুছলেহুদ্দীন ২. ড. এরশাদুল বারী ৩. ড. সাখাওয়াত হোসাইন।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৪-৫ সংখ্যা, জানু-ফেব্রু ২০০৬, পৃ. ৪২।

(২) এনটিভি : তাং ২২শে জানুয়ারী ২০০৬।

প্রচারিত : 'আলোকপাত' অনুষ্ঠান।

আলোচক : ১. ড. মুছলেহুদ্দীন ২. ড. এরশাদুল বারী।

সন্ত্রাসবিরোধী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

ঢাকার 'মিছবাহ ফাউণ্ডেশন' ও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত সন্ত্রাসবিরোধী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক বিরল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সহস্রাধিক প্রবন্ধকারের মধ্যে ১৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

এর মধ্যে শিক্ষার্থী গ্রুপে ২য় স্থান অধিকার করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম এবং ৪র্থ স্থান অধিকার করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।

বয়স ও পেশা উন্মুক্ত গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, ৩য় স্থান অধিকার করেন কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং

৪র্থ স্থান অধিকার করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী গ্রুপের বিষয় ছিল 'সন্ত্রাস নয়, শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম' এবং বয়স ও পেশা উন্মুক্ত গ্রুপের বিষয় ছিল 'গোঁড়ামী ও চরমপন্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ'।

রিপোর্ট : মাসিক আত-তাহরীক, ৯ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃ. ৪৮।

মাসিক আত-তাহরীক 'জনমত' কলাম

(১) বোমাবাজি আহলেহাদীছ আদর্শের পরিপন্থী : তবে কেন এই ষড়যন্ত্র ও অবিচার? *-সাইমুম ইসলাম, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৪-৫ সংখ্যা, জানু-ফেব্রু ২০০৬, পৃ. ৪৯।

(২) মিডিয়া ষড়যন্ত্রের শিকার ড. গালিব ও আহলেহাদীছ আন্দোলন।

-মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, কামারপাড়া, উত্তরা, ঢাকা।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/১ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ৪৭।

জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন

(১) সাতক্ষীরা : ১৪ই এপ্রিল ২০০৫ বৃহস্পতিবার; ২২শে এপ্রিল শুক্রবার। রাজশাহী, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, পাবনা ও কুমিল্লা : ২২শে এপ্রিল শুক্রবার; সিলেট : ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার; লালমনিরহাট : ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার ও ২৭শে এপ্রিল বুধবার। সিরাজগঞ্জ : ৬ই এপ্রিল রবিবার; পিরোজপুর : ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার ও ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার; পাবনা : ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার; মেহেরপুর : ২২শে এপ্রিল শুক্রবার; বগুড়া ও দিনাজপুর : ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার; পঞ্চগড় : ২৫শে জুন শনিবার; রংপুর : ১২ই জুলাই মঙ্গলবার; দিনাজপুর (পূর্ব) : ১৫ই জুলাই শুক্রবার; নীলফামারী : ২২শে জুলাই শুক্রবার; গাইবান্ধা (পশ্চিম) : ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৮/৮ সংখ্যা, মে'০৫ পৃ. ৪৩-৪৭; ৮/১২ সংখ্যা, সেপ্টে'০৫ পৃ. ২৭-২৮; ৯/১ সংখ্যা, অক্টো'০৫ পৃ. ৪৪-৪৫।

Contents

** মিথ্যা মামলা দিয়ে পত্রিকায় হুলিয়া জারীর খবর পাঠে হার্ট এ্যাটাকে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণকারী কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমানের জানাযা পরবর্তী বিক্ষোভ মহাসমাবেশ :

কালাই, জয়পুরহাট ১৩ই নভেম্বর রবিবার।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫ পৃ. ৪৬-৪৭।

(২) ১৭ই আগষ্ট'০৫ দেশব্যাপী ৬৩টি যেলায় একযোগে সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ সমূহ :

রাজশাহী : ১৮ই আগষ্ট ২০০৫ বৃহস্পতিবার ও ১৯শে আগষ্ট শুক্রবার। সাতক্ষীরা : ১৮ই আগষ্ট ও ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার। ঢাকা : ১৯শে আগষ্ট ও ২৬শে আগষ্ট, ২রা সেপ্টেম্বর, ২৮শে সেপ্টেম্বর ও ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার। নরসিংদী : ৩০শে সেপ্টেম্বর। সিরাজগঞ্জ : ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার। চাঁপাই নবাবগঞ্জ : ১৯শে আগষ্ট শুক্রবার; নীলফামারী ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৫ পৃ. ২৭-২৮ এবং ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫ পৃ. ৪৪-৪৫।

** 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরী কর্তৃক আয়োজিত মানববন্ধন :

স্থান : সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।

তাং ২৮শে মার্চ ২০০৬ মঙ্গলবার, বেলা ১১-টা।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬ পৃ. ৪৭।

** 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ :

তাং ১৬ই মে'০৬ মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই রবিবার ও ৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার। (রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৯ সংখ্যা, জুন'০৬ পৃ. ৪৬; বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'স্মরণিকা' ২০১০ পৃ. ৪৬-৪৭)।

(৩) ঝালকাঠিতে জজ হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন :

তাং রাজশাহী ১৮ই নভেম্বর ২০০৫।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ৯/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫ পৃ. ৪৬।

বিবিধ

(১) ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস, জিহাদ ও জঙ্গীবাদ, চরমপন্থা ও ইসলাম, বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান, জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে সরকার ও জনগণের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য লেখা আহ্বান। লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০শে জুলাই ২০০৭।

রিপোর্ট : মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৭ পৃ. ৩৫।

(২) জঙ্গীবাদের গডফাদারদের আইনের আওতায় আনুন!

সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

রিপোর্ট : আত-তাহরীক, ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৭ পৃ. ৪৫।

কারা মুক্তির পর প্রথম সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

২০০৮ সালের ২৮শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার কারামুক্তির পর প্রথম সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, ইসলাম সবসময় মধ্যপন্থী নীতি অবলম্বন করে। ... এটি কখনও চরমপন্থায় বিশ্বাস করে না।... তিনি বলেন, শুধু ইসলামী জঙ্গীবাদ নয়। গণতান্ত্রিক জঙ্গীবাদ, কমিউনিস্ট জঙ্গীবাদসহ সব ধরনের জঙ্গিবাদের আমরা ঘোর বিরোধী। ইসলাম একটি শান্ত, সুন্দর, সুনিবিড় দেশ চায়। যেখানে থাকবে পরস্পরের ভালবাসা। তিনি বলেন, ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়তে চায়। ... তিনি বলেন, ... যারাই জঙ্গীবাদ বা চরমপন্থী মতবাদ নিয়ে সামনে আসবে, হোক সেটি ইসলামের নামে, গণতন্ত্রের নামে বা কমিউনিজমের নামে, তাদেরকে বয়কট করতে হবে’ (*দৈনিক মানব জমিন*, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১)।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিবেশিত প্রচারপত্র সমূহ

(১) যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন! (প্রচারপত্র-৭)।

(২) আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয় (প্রচারপত্র-৮)।

যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!

-সংগঠনের পক্ষ হ'তে প্রচারপত্র-৭

ইসলামে শৈথিল্যবাদ ও চরমপন্থা কোনটারই অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন, আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির উপরে (ক্বিয়ামতের দিন) সাক্ষী হ'তে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। সাক্ষ্যদাতা উম্মত সর্বদা মধ্যপন্থী হয়ে থাকে। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহ্র 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হওয়ার চাবিকাঠি *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। কিন্তু কিছু মানুষ ক্ষমতা দখলকেই 'বড় ইবাদত' এবং 'সব ফরযের বড় ফরয' বলে থাকেন। যেভাবেই হৌক ক্ষমতা দখলই তাদের মূল লক্ষ্য। সেকারণ সন্ত্রাস ও চরমপন্থাকে তারা অধিক পসন্দ করেন। এদের কারণে ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে জঙ্গীবাদী ধর্ম হিসাবে অপপ্রচারের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমান যুগে ইসলামী জিহাদকে 'জঙ্গীবাদ' হিসাবে চিহ্নিত করাটাও উক্ত অপতৎপরতার একটি অংশ মাত্র।

১. একটি পরাশক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক পরাশক্তিকে আফগানিস্তান থেকে হটানোর জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করে ও আধুনিক অস্ত্রের যোগান দিয়ে গত শতাব্দীর শেষদিকে জিহাদের নামে 'তালেবান' সৃষ্টি করে। পরে উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেলে তাদেরকে সন্ত্রাসী জঙ্গীদল বলে আখ্যায়িত করে। একই পলিসি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হচ্ছে। তাদের টার্গেটকৃত মুসলিম রাষ্ট্রটিকে জঙ্গীরাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে তাদের স্বার্থ হাছিলের কপট উদ্দেশ্যে পরাশক্তিগুলি এসব অপকর্ম করে যাচ্ছে বলে সরকারের অভিজ্ঞ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের প্রকাশিত মন্তব্যে জানা যায়।

তাদের চক্রান্তের অসহায় শিকার হচ্ছে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বল্পবুদ্ধি তরুণ সমাজ। অনেক সময় বিদেশীরা তাদের এদেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে এদেরকে ধর্মের নামে জিহাদ ও ক্বিতালে উসকে দেয়। অর্থ ও

অস্ত্র দিয়ে লালন করে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলে। অতঃপর তাদেরই অদৃশ্য ইঙ্গিতে এরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং মিডিয়ার সংবাদ শিরোনামে পরিণত হয়। আসল হোতারা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরপর দেশের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিদেশী আধিপত্যবাদীরা তাদের অন্যায় স্বার্থ হাছিল করে' *('জিহাদ ও ক্বিতাল' বইয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য; ২য় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর'১৩)*।

২. ২০০৩ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র 'মাসিক আত-তাহরীক'-এর জুলাই সংখ্যা দরসে কুরআন কলামে সংগঠনের আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন,

'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র' *[ইক্বামতে দ্বীন (দরসে কুরআন, মাসিক আত-তাহরীক জুলাই'০৩; বই আকারে ১ম প্রকাশ : মার্চ'০৪) ২৭ পৃ.]*।

৩. 'রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র প্রস্তুতি হিসাবে দেশে সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়। এর পরেও কারো জন্য বেআইনীভাবে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি ইসলামে নেই' *(ঐ, ২৮ পৃ.)*।

৪. 'তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে 'দ্বীন কায়েমে'র অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদে'র অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকূমত কায়েম করা' *(ঐ, ৩১ পৃ.)*।

৫. 'এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-

ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। ...মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে' *(ঐ, ৩৩ পৃ.)*।

৬. 'জিহাদের নামে এদের চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দিয়ে বর্তমানে দেশদ্রোহী কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। এদের থেকে সাবধান থাকা যরূরী' *(ঐ, ৩৫ পৃ.)*।

৭. 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য' *(ঐ, ৩৫ পৃ.)*।

৮. 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব'। কি চমৎকার ধোঁকাবাজি! ইহূদী-খ্রিষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক-এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়'? *(ঐ, ৩৯ পৃ.)*।

৯. 'সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোঁকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও!' *(ঐ, ৪০ পৃ.)*।

আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয়

(মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয় ১৯/৪ সংখ্যা, জানুয়ারী'১৬)

-সংগঠনের পক্ষ হ'তে প্রচারপত্র-৮

বর্তমানে যেসব কথিত জঙ্গী ধরা পড়ছে, তারা নাকি অধিকাংশ 'আহলেহাদীছ'। সরকারে নাকি এ নিয়ে টেনশন চলছে। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর প্রতিবাদ করছি এবং জানিয়ে দিচ্ছি যে, অনেকে ছালাতে রাফাদানী হ'লেও আক্বীদায় 'আহলেহাদীছ' নয়। কেননা প্রকৃত

'আহলেহাদীছ' সর্বদা মধ্যপন্থী। তারা যেমন শৈথিল্যবাদী নয়, তেমনি চরমপন্থীও নয়। কেউ কেউ বিজাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের অনুসারী হ'লেও ধর্মীয় আক্বীদার দিক দিয়ে তারা চরমপন্থী বা জঙ্গীবাদী নয়। অনেকে আক্বীদা মযবুত হওয়ার আগেই হয়তবা কোন ক্ষমতালোভী দলের বা স্বার্থান্ধ ব্যক্তির খপ্পরে পড়ে যায়। ফলে সে তখন আর 'আহলেহাদীছ' থাকে না। যদিও ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েনটা হয়তো বাকী থাকে।

বিগত চারদলীয় জোট সরকার (২০০১-২০০৬) আহলেহাদীছকে সন্ত্রাসী প্রমাণ করার জন্য তাদের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক সক্রিয় সংগঠনটির আমীর সহ কেন্দ্রের ও বিভিন্ন যেলার প্রায় ৪০জন নেতা-কর্মীকে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে আগষ্টের মধ্যে গ্রেফতার করে। পরে সবাই বেকসুর খালাস পান। যদিও সংগঠনের আমীরকে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাগারে থাকতে হয়। কিন্তু দেশে-বিদেশে সংগঠনকে বদনাম করার কাজটি তারা সেরে যায়। কেননা প্রশাসনে ও গোয়েন্দা বিভাগে তাদের লোকেরা রয়েছে। ফলে কথিত গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের জনৈক চিহ্নিত অধ্যাপক (আবুল বারকাত) প্রায়ই সরকারকে জঙ্গী দলের তালিকা দেন ও গরম গরম বিবৃতি দিয়ে পত্রিকায় শিরোনাম হন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, দেশে ১৩২টি জঙ্গী সংগঠন আছে।[১১] তন্মধ্যে প্রথমটি 'আফগান পরিষদ' অতঃপর ২ ও ৩ ক্রমিকে রয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠিত দু'টি সংগঠন। তার গবেষণার যোগ্যতা এত বেশী যে, একই সংগঠনকে (কুয়েতের এহইয়াউত তুরাছ) আরবী (ক্রমিক ৮১) ও ইংরেজী 'রিভাইভ্যাল অফ'... (ক্রমিক ১০৪) নামে দু'টি সংগঠন বানিয়েছেন। যারা এদেশে নেই। অধ্যাপক ছাহেব কেবল ইসলামী দলগুলির মধ্যেই জঙ্গী খুঁজে বেড়ান। অন্যেরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে মানুষ খুন করে উল্লাস করলেও সেগুলি জঙ্গীপনা নয়। সরকারের উচিৎ ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী দেশবিরোধী এইসব লোকগুলিকে ধরে নিয়ে এদের নেপথ্য নায়কদের খুঁজে বের করা।

বর্তমান সরকার একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, বিগত সরকার কেন আহলেহাদীছদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল? আমরা তো

---

১১. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১১ই ডিসেম্বর ২০১৫।

কোন দলেরই ভোটের বাক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী নই। কারণ ইসলামে নেতৃত্ব বা ক্ষমতার জন্য প্রার্থী হওয়ার কোন বিধান নেই। তাই আমাদের সংগঠন সর্বত্র দল ও প্রার্থী বিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন করে। সেই সাথে আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। তাহ'লে কি ছিল সে কারণ?

কে না জানে যে, চারদলীয় জোটের বড় দলটি (বিএনপি) ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী। বাকী তিনটি ছিল ইসলামপন্থী। তাদের মধ্যে একটি দলই (জামায়াতে ইসলামী) ছিল বড় এবং অন্যদের থেকে ভিন্ন। তাদের আক্বীদা মতে 'দ্বীন হ'ল হুকূমতের নাম' আর হুকূমত হ'ল বড় ইবাদত।... 'ছওম ও ছালাত, হজ্জ ও যাকাত এবং যিকর ও তাসবীহ মানুষকে উক্ত বড় ইবাদত অর্থাৎ ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী ট্রেনিং কোর্স মাত্র' *(তাফহীমাত ১/৬৯; ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি ২৫ পৃঃ)*। এই আক্বীদার অনুসারী লোকেরা ব্যালট বা বুলেট যেকোনভাবেই হৌক যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতায় যাওয়াকেই 'বড় ইবাদত' মনে করে। ফলে এদের অনুসারীরা ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে এবং 'বাঁচলে গাযী মরলে শহীদ' এই সুড়সুড়ি দিয়ে এদেরকে জঙ্গীবাদে উস্কে দেওয়া হয়।

উক্ত দর্শন বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে অধিক প্রসার লাভের অন্যতম কারণ হ'ল, (১) মুসলিম বিশ্বকে করায়ত্ত করার জন্য জিহাদের অপব্যাখ্যা করে উক্ত চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করা। (২) ইসলামী পোষাকাদি ও বিধি-বিধানসমূহের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে প্ররোচনা দেওয়া (৩) ইসলামী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালানো (৪) ইসলামপন্থীদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও তাদের উপর মিথ্যা মামলা দিয়ে এবং গুম-খুন ও অপহরণের মাধ্যমে সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করা। সর্বোপরি (৫) ইসলাম প্রচারের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত করা।

এ চরমপন্থী দর্শন মূলতঃ ইসলামের প্রথম যুগে ফেলে আসা খারেজী চরমপন্থীদের দর্শন। যারা ৪র্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল নেকীর কাজ মনে করে। এই দর্শনের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-

এর কঠোর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে *(মুসলিম হা/১০৬৪, ১০৬৬; ইক্বামতে দ্বীন ৩৪-৩৫ পৃঃ)*। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জন্মলগ্ন থেকেই এই চরমপন্থী আক্বীদার কঠোর বিরোধিতা করে আসছে এবং সাংগঠনিকভাবে জনমত গঠন করে যাচ্ছে।

আমেরিকার RAND গবেষণা সংস্থার মতে মুসলিমদের মধ্যে মৌলিকভাবে চারটি দল রয়েছে। সেক্যুলার, পপুলার (মডারেট), ছূফী ও সালাফী। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি দল পাশ্চাত্যের অতীব নিকটবর্তী, সালাফীগণ ব্যতীত'। ফলে আদর্শিক মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে মডারেটরা ক্ষমতায় গিয়ে সালাফীদের উপর চূড়ান্ত যুলুম করেছিল জাতীয়তাবাদী বড় দলটির ঘাড়ে চেপে। সালাফীদের সক্রিয় সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর সহ অন্যদের উপর বর্বর নির্যাতন তারা চালিয়েছিল চরম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। সংগঠনকেও ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল। অতঃপর আল্লাহর ফায়ছালা নেমে আসে।

আর এটাই আল্লাহ্র বিধান। তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহ মানুষকে একে অপরের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*। অথচ মযলূম এই সংগঠনের নেতা-কর্মীরা কারু কৃপা ভিক্ষা করেনি আল্লাহ্র নিকটে ফরিয়াদ করা ব্যতীত।

যদি সে সময় অর্থাৎ ২০০৭ সালের ১২ই জানুয়ারী অলৌকিকভাবে ফখরুদ্দীন আহমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় না আসত এবং তা দু'বছর দীর্ঘায়িত না হ'ত, তাহ'লে তারা 'আন্দোলন'-এর আমীরকে ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিত এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়। গত ১৬ই অক্টোবরে'১৫-তে বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো উইকিলিক্সের ফাঁস করা রিপোর্টে সেটি প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে ঢাকার তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস কর্তৃক ২০০৫ সালের ২০শে এপ্রিল বুধবার আমেরিকায় তার সরকারের নিকট প্রেরিত গোপন রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, We want him at least 14 years to let this movement die down. 'আমরা চাই তাকে কমপক্ষে ১৪ বছর জেলে রাখতে। যাতে এই আন্দোলন মরে শেষ হয়ে যায়'। হ্যাঁ, যাতে 'আহলেহাদীছ'-এর নিরপেক্ষ ও হক কথা বন্ধ হয়ে যায় এবং এর মূল দাওয়াতটাই শেষ হয়ে যায়। কারণ প্রচলিত

জাহেলিয়াত সমূহের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ই একমাত্র দল, যারা নবীগণের তরীকায় মানুষকে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র দিকে জামা‘আতবদ্ধভাবে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। যারা চেয়ার পরিবর্তন নয়, বরং মানুষের আক্বীদা সংশোধনকেই তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ!

গত ২৩শে ডিসেম্বর’১৫ বুধবার রাজধানীর ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত আলেম-ওলামা, ইমাম ও খতীবদের সঙ্গে ডিএমপির এক মতবিনিময় সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, কোন মুসলমান আইএস হ’তে পারে না। ইহূদীরাই আইএসের জন্মদাতা। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক এজেন্ট আলেমের রূপ ধরে এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ইসলামকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করছে। এই চক্রকে রুখে দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব’। ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়াঁ বলেছেন, কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান কায়েম করতে পারলে কোনো ধরনের হানাহানি হয় না, এত পুলিশেরও প্রয়োজন হয় না’ *(দৈনিক ইনকিলাব, ২৪.১২.২০১৫)*।

ধন্যবাদ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ও ডিএমপি কমিশনারকে হক প্রকাশ করার জন্য। আমরা চাই, আপনারা নিরপেক্ষ হৌন! আদর্শকে আদর্শ দিয়ে মুকাবিলা করুন। নিপীড়ন বন্ধ করুন। নইলে চরমপন্থীরা আরও উৎসাহিত হবে। আল্লাহভীরু যোগ্য আলেমদের সহযোগিতায় কুরআন-সুন্নাহ্র বিধানসমূহ জারী করুন! তাহ’লে ইহকালে ও পরকালে পুরস্কৃত হবেন। মনে রাখবেন, খলীফা ওমর (রাঃ) এবং প্রখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, ‘দ্বীনকে ধ্বংস করে তিনজন : (১) অত্যাচারী শাসকবর্গ (২) স্বেচ্ছাচারী ধর্মনেতাগণ (৩) ছূফী ও দরবেশগণ’।[১২]

এই সঙ্গে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই মর্মে যে, অন্যের কাছে শুনে নয়, বরং সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

সেই সাথে ইসলামের নামে চরমপন্থী দর্শনের অনুসারীদের বলব, তোমরা তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে এস। খুন করে ও ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে

১২. দারেমী হা/২১৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৬৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৫১; শরহ আক্বীদা ত্বাহাভিয়া (বৈরূত ছাপা : ১৪০৪/১৯৮৪) ২০৪ পৃ.।

কখনো মানুষকে হেদায়াত করা যায় না। এর ফলে তোমরা ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাবে। এতে ইসলামের ও দেশের বদনাম হচ্ছে। অথচ লাভবান হচ্ছে শত্রুরা। আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশে-বিদেশে কোটি কোটি নিরপরাধ মুসলমান। অতএব মৃত্যুর আগেই সাবধান হও। আল্লাহকে ভয় কর।

বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র যে স্রোত চলছে এবং হাযার হাযার ভাই-বোন এই হক দাওয়াতে জান্নাতের পথে ফিরে আসছে, তারা আল্লাহ্র রহমতে সকল প্রকার চরমপন্থী মতবাদ ও কথিত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন। দেশের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত রাজশাহী বিভাগ সহ দেশের কোথাও আজ পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোন কর্মী বিগত ও বর্তমান কোন সরকারের আমলে জঙ্গী তৎপরতা ও নাশকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়নি। ইনশাআল্লাহ হবেও না কোনদিন। তবে পুলিশ মিথ্যা মামলা দিলে সেটি স্বতন্ত্র বিষয়। কেননা তারা কখনোই উদ্ধত নয় এবং সমাজে হিংসা-হানাহানি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী নয়। তারা কখনই হরতাল-ধর্মঘট করে না। গাড়ী ভাংচুর, রগ কাটা ও বোমাবাজি করে না। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তারা সকল সরকারেরই আনুগত্য করে। তারা বৈধভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করে এবং সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে।

হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশকে দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা কর -আমীন![১৩]

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে পরামর্শ

[মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয় ১৯/১০ সংখ্যা, জুলাই'১৬; নিম্নের বিষয় সমূহের মধ্যে ১০টি বিষয় সম্পাদকীয়তে আনা হয়েছে। যেটি দৈনিক ইনকিলাব ১৮-ই জুলাই'১৬ সোমবার ১১ পৃষ্ঠায় উপসম্পাদকীয় কলামে নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়]

দেশে দেশে পরাশক্তিগুলির অব্যাহত যুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ মানবতা যখন ইসলামের শান্তিময় আদর্শের দিকে দ্রুত ছুটে আসছে, তখন

---

১৩. দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' পৃঃ ২৭, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৯-৪০; 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই ৬১, ৯৩ পৃঃ।

ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তারা তাদেরই লালিত একদল বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে চরমপন্থী দর্শন প্রচার করছে। অন্যদিকে নতজানু মুসলিম সরকারগুলিকে দিয়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যকলাপ সমূহ চালিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে একদল তরুণকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লাগানো হচ্ছে। আর তাকেই জঙ্গীবাদ হিসাবে প্রচার চালিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী ধর্ম বলে বদনাম করা হচ্ছে। অতঃপর সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বব্যাপী নিরীহ মুসলমানদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। বাংলাদেশে একই পলিসি কাজ করছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের পরামর্শগুলি নিম্নরূপ :

এক- ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে। দুই- সংশ্লিষ্টদের চরমপন্থী আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে। তিন- দেশে সুশাসন কায়েমের মাধ্যমে। চার- গুম, খুন, অপহরণ ও নারী নির্যাতন সহ ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক সকল কার্যক্রম বন্ধের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। নইলে সমাজের ধূমায়িত ক্ষোভ থেকে সন্ত্রাসবাদ জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। শেষের দু'টি সরকারের দায়িত্ব। প্রথমটি সমাজ সচেতন আলেম-ওলামা ও ইসলামী সংগঠনসমূহের দায়িত্ব। নিম্নে জিহাদ ও ক্বিতাল বিষয়ে চরমপন্থীদের বই-পত্রিকা ও ইন্টারনেট ভাষণ সমূহের জবাব দানের মাধ্যমে আমরা জনগণকে সতর্ক করতে চাই। যাতে তাদের মিথ্যা প্রচারে মানুষ পদস্খলিত না হয়। আমরা সকলের হেদায়াত কামনা করি। নিঃসন্দেহে হেদায়াতের মালিক আল্লাহ।

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী দু'টি দল রয়েছে। যার কোনটাই ইসলামে কাম্য নয়। এদের বিপরীতে ইসলামের সঠিক আক্বীদা হ'ল মধ্যপন্থা। যা আল্লাহ পসন্দ করেন এবং প্রকৃত মুসলমানগণই যা লালন করে থাকেন। চরমপন্থীরা সর্বদা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীছকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করে থাকে। যে সবের মাধ্যমে তারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' বলে এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। যেমন,

(১) সূরা মায়েদাহ 44 আয়াত : যেখানে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ– 'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী

বিচার বা শাসন করেনা, তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪; যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৩৬ পৃ.)*। এর পরে ৪৫ আয়াতে রয়েছে 'তারা যালেম' এবং ৪৭ আয়াতে রয়েছে, 'তারা ফাসেক'। একই অপরাধের তিন রকম পরিণতি : কাফের, যালেম ও ফাসেক। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল সে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করল, কিন্তু সে অনুযায়ী বিচার করল না সে যালেম ও ফাসেক। সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহির্ভূত নয়'।[১৪]

বিগত যুগে এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে চরমপন্থী ভ্রান্ত ফের্কা খারেজীরা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে 'কাফের' আখ্যায়িত করে তাঁকে হত্যা করেছিল। কারণ তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করায় কবীরা গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে 'কাফের' বলেননি এবং তার রক্ত হালাল বলেননি। আজও ঐ ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীরা তাদের ধারণা মতে কবীরা গোনাহগার বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খারেজীদেরকে 'জাহান্নামের কুকুর' বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩)*। মানাবী বলেন, এর কারণ হ'ল তারা ইবাদতে অগ্রগামী। কিন্তু অন্তরসমূহ বক্রতায় পূর্ণ। এরা মুসলমানদের কারু কোন কবীরা গোনাহ করতে দেখলে তাকে 'কাফের' বলে ও তার রক্ত হালাল জ্ঞান করে। যেহেতু এরা আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কুকুরের মত আগ্রাসী হয়, তাই তাদের কৃতকর্মের দরুণ জাহান্নামে প্রবেশকালে তারা কুকুরের মত আকৃতি লাভ করবে'।[১৫]

(২) হজ্জ ৩৯ আয়াত : আল্লাহ বলেন, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ– 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ

---

১৪. তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

১৫. মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর শরহ ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৪) ৩/৫০৯ পৃঃ।

নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম’ *(হজ্জ ২২/৩৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, হামলাকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের রাতে প্রথম অত্র আয়াতটি নাযিল হয় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এতে বলা হয়েছে যে, অত্যাচারিত না হ’লে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। অতএব এতে জঙ্গীদের কোন দলীল নেই।

(৩) তওবা ৫ আয়াত : আল্লাহ বলেন, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– ‘অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হ’লে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ’লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(তওবা ৯/৫)*। আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে পূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এর ফলে মুশরিকদের জন্য হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরের বছর যাতে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র। কিন্তু তারা এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, ‘যেখানেই পাও’ এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর হারাম শরীফ ব্যতীত’ *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ৯২ পৃ.)*।[১৬] তাহ’লে তো এরা ক্ষমতায় গেলে কোন অমুসলিম বা কবীরা গোনাহগার মুসলিম এদেশে বসবাস করতে পারবে না। বরং এদের দৃষ্টিতে তারা প্রত্যেকে হত্যাযোগ্য আসামী হবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুনাফিক, ইহূদী, নাছারা, কাফের সবধরনের নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।

১৬. ভুয়া নাম-ঠিকানা দিয়ে ২২৪ পৃষ্ঠার উক্ত বইটি মূলতঃ মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর বিরুদ্ধে ২০১২ সালের আগষ্ট মোতাবেক ১৪৩৩ হিজরীর রামাযান মাসে ফ্রি বিতরণ করা হয় ও ইন্টারনেটে ছাড়া হয়।

Contents

(৪) তওবা ২৯ আয়াত : আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ– 'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের মধ্যকার ঐসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না ও সত্য দ্বীন (ইসলাম) কবুল করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিনীত হয়ে করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' *(তওবা ৯/২৯)*। আয়াতটি ৯ম হিজরীতে রোমকদের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে নাযিল হয়। এটিও বিশেষ প্রেক্ষিতের নির্দেশনা। কিন্তু তারা এর ব্যাখ্যা করেছেন, 'মদীনায় হিজরতের পরে আল্লাহ জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। পরে জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেন। নবী ও ছাহাবীগণ আল্লাহ্র উক্ত ফরয আদায়ের লক্ষ্যে আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়' *(ঐ, ৯৪ পৃ.)*। ভাবখানা এই যে, তারা কেবল যুদ্ধই করেছেন। কোনরূপ দাওয়াতী কাজ করেননি। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর মাদানী জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকায় তাদের পদস্খলন ঘটেছে *(দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৬২৭-৩০ পৃ.)*।

উক্ত আয়াতের পরেই তারা **(৫) একটি হাদীছ** এনেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ– 'আমি লোকদের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এগুলি করবে, তখন আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে ইসলামের হক ব্যতীত এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল'।[১৭] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আমাকে নির্দেশ

১৭. বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২২; মিশকাত হা/১২, ইবনু ওমর (রাঃ)।

দেওয়া হয়েছে, 'উক্বাতিলান্নাস' অর্থাৎ 'মানব সমাজের সাথে যুদ্ধ করার জন্য'। রাসূল (ছাঃ) যেহেতু শেষনবী, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে' *(ঐ, ৯৪ পৃ.)*।

অথচ এখানে উক্বাতিলান্নাস অর্থ أُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ 'যেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি'। যেমনটি আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে *(নাসাঈ হা/৩৯৬৬; ছহীহাহ হা/৪০৮)*। এখানে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। ছাহেবে মির'আত বলেন, এর দ্বারা কেউ কেউ কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ না করা পর্যন্ত এবং ছালাত ও যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় ত্রুটি রয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয় *(মির'আত)*। কারণ যুদ্ধকারী ব্যতীত কোন কাফেরের সাথে তিনি যুদ্ধ করেননি। কেননা তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের তরীকায় ছালাত আদায় করে, আমাদের কেবলাকে কেবলা বলে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, সে ব্যক্তি 'মুসলিম'। তার প্রতি (জান-মাল ও ইযযত রক্ষার জন্য) আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করোনা' *(বুখারী হা/৩৯১; মিশকাত হা/১৩)*। অতএব প্রকাশ্য আমল দেখেই 'মুসলিম' সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (যুদ্ধ করি) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করি) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করে থাকে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীছে 'যারা কালেমার স্বীকৃতি দিবে, তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে বলা হয়েছে, ইসলামের হক অর্থাৎ ক্বিছাছ ইত্যাদি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন ব্যতীত এবং তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর রইল' বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে, আমাদের দায়িত্ব মানুষের বাহ্যিক আমল দেখা। কারু অন্তর ফেড়ে দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। অতএব সরকার যদি বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয় এবং ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ কোথায়?

চতুর্থতঃ এই হাদীছ রাসূল (ছাঃ) মদীনায় বলেছিলেন, যখন তিনি শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন এবং উম্মতের নবী ও শাসক ছিলেন। ক্বিতালপন্থীরা কি সেই অবস্থানে আছে? তারা যেটি করছে, সেটাতো স্রেফ সমাজে 'ফাসাদ' সৃষ্টি ব্যতীত কিছুই নয়। এতে ইসলামী দাওয়াতের পথ রুদ্ধ হচ্ছে। ফলে লাভবান হচ্ছে ইসলামের শত্রুরা। যাদের পরিকল্পনাই হ'ল মুসলমানকে দিয়ে মুসলমান খতম করা এবং ইসলামকে বদনাম করা।

পঞ্চমতঃ 'মুক্বাতালাহ' বা 'উভয় পক্ষে যুদ্ধ' সশস্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুই অর্থে হ'তে পারে। সশস্ত্র যুদ্ধ প্রয়োজনবোধে ও সাধ্য সাপেক্ষে মুসলিম সরকার করবেন। যেমন শাসক হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন নয়। আর বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী বিদ্বানগণ করবেন। কারণ তারাই নবীগণের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। যাদের দায়িত্ব হ'ল বিশ্বের সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করা।[১৮]

(৬) এরপর তারা ইমাম মাহদীর আগমন ও ঈসা (আঃ) কর্তৃক **দাজ্জাল নিধন সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ** এনেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে, কেবল জিহাদ ও ক্বিতালের মাধ্যমেই ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব। তাওহীদী দাওয়াতের মাধ্যমে নয়' *(ঐ, ৯৫ পৃ.)*। অতঃপর **আরেকটি হাদীছ** এনেছেন, যেখানে **(৭)** রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ– 'নিশ্চয়ই এই দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত এর জন্য লড়াই করবে'।[১৯] তারা এর অনুবাদ করেছেন, 'মুসলমানদের একদল কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বীনের জন্য যুদ্ধে রত থাকবে' *(ঐ, ৯৯ পৃ.)*। প্রশ্ন হ'ল, ঈসা (আঃ) কর্তৃক দাজ্জাল নিধনের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় মুসলমানরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত থাকবে? তারা কি তাহ'লে সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে হত্যা করবে? মাথাব্যথা হ'লে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে? নাকি মাথাব্যথার ঔষধ দিতে হবে?

অথচ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এসেছে একই অনুচ্ছেদের অন্য হাদীছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَـى الْحَـقِّ لاَ

---

১৮. ছফ ৬১/৯; আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; মিশকাত হা/৩৮২১।

১৯. মুসলিম হা/১৯২২; মিশকাত হা/৩৮০১।

يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ– 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ 'যারা তাদের সাথে শত্রুতা করবে, তারা তাদের উপরে বিজয়ী থাকবে' *(মুসলিম হা/১০৩৭ (১৭৫)*। যার ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী বলেন, তারা হ'ল শরী'আত অভিজ্ঞ আলেমগণ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তারা যদি আহলুল হাদীছ না হয়, তাহ'লে আমি জানি না তারা কারা? *(শরহ নববী)*। এখানে লড়াই অর্থ আদর্শিক লড়াই ও ক্ষেত্র বিশেষে সশস্ত্র লড়াই দুইই হ'তে পারে। কেবলমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধ নয়। বস্তুতঃ এই চরমপন্থী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খারেজীদের মধ্য থেকেই দাজ্জাল বের হবে'।[২০]

(৮) নিসা ৬৫ আয়াত : আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– 'তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন 'তাগূতের অনুসারী ঐসব লোকেরা 'ঈমানের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যত দাবীই করুক না কেন'।[২১]

অথচ এখানে لاَ يُؤْمِنُونَ 'তারা মুমিন হ'তে পারবে না'-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল, لاَ يَسْتَكْمِلُوْنَ الْإِيْمَانَ 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না' *(ফাৎহুল বারী হা/২৩৫৯-এর ব্যাখ্যা)*। কারণ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল দু'জন ছাহাবীর

---

২০. حَتَّى يَخْرُجَ فِى عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ ইবনু মাজাহ হা/১৭৪; ছহীহাহ হা/২৪৫৫।

২১. সাইয়িদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ২/৮৯৫; জিহাদ ও ক্বিতাল ৬৭ পৃ.।

পরস্পরের জমিতে পানি সেচ নিয়ে ঝগড়া মিটানোর উদ্দেশ্যে।[২২] দু'জনেই ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। অতএব তাদের কাউকে মুনাফিক বা কাফির বলার উপায় নেই। কিন্তু খারেজী ও শী'আপন্থী মুফাসসিরগণ তাদের 'কাফের' বলায় প্রশান্তি বোধ করে থাকেন। তারা এর দ্বারা সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' সাব্যস্ত করেছেন। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৪৫ পৃ.)*।

অথচ তারা আরবীয় বাকরীতি এবং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করেননি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'আল্লাহ্র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় (৩ বার), যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকারিতা হ'তে নিরাপদ নয়'।[২৩] এখানে 'মুমিন নয়' অর্থ পূর্ণ মুমিন নয়।

তারা বলেছেন, 'সে কালের মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরেও মূর্তিপূজার অপরাধে তাদের জান-মালকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছিল। তদ্রূপ বাংলার শাসকবর্গ ঈমান আনয়নের পর মূর্তি ও দেবতা পূজায় লিপ্ত হওয়ার জন্য মুশরিকে পরিণত হয়ে 'মুরতাদ' হয়েছে। তাদের জান ও মাল মুসলিমের জন্য হালাল' *(ঐ, ১৫১ পৃ.)*। অথচ মক্কার মুশরিকরা ইসলাম কবুল করেনি।

(৯) তওবা ৩১ আয়াত : আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ– 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম-পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য

---

২২. বুখারী হা/২৩৫৯; মুসলিম হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/২৯৯৩।
২৩. বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।

নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে তারা বলেছেন, 'এরা মুশরিক এবং তা ঐ শিরক, যা তাদেরকে মুমিনদের গণ্ডী থেকে বের করে কাফিরদের গণ্ডীতে প্রবেশ করাবে'।[২৪] অথচ এর ব্যাখ্যায় প্রায় সকল মুফাসসির বলেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রকৃত 'রব' ভাবত না। বরং তাদের অন্যায় আদেশ-নিষেধসমূহ মান্য করত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَابًا- وقال الضحاك يعني: سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ- 'ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহপাক ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন' *(তাফসীর ইবনু জারীর)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি কেউ আক্বীদাগত ভাবে হারামকে হালাল করায় বিশ্বাসী হয়, তবে সে কাফের হবে। কিন্তু যদি আক্বীদাগতভাবে এতে বিশ্বাসী না হয়। কিন্তু গোনাহের আনুগত্য করে, তবে সে কবীরা গোনাহগার হবে। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদীছে বহু গোনাহের ক্ষেত্রে এরূপ কুফর ও শিরকের শব্দ বর্ণিত হয়েছে' *(ঐ, আল-ঈমান ৬৭, ৬৯ পৃ.)*। বস্তুতঃ এটাই হ'ল সঠিক ব্যাখ্যা। যা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের নিকটে গৃহীত।

(১০) শূরা ২১ আয়াত : আল্লাহ বলেন, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- 'তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের কিছু বিধান প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ক্বিয়ামতের দিন

২৪. সাইয়িদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ৩/১৬৪২।

তাদের বিষয়ে ফায়ছালার সিদ্ধান্ত না থাকলে এখুনি তাদের নিষ্পত্তি হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২/২১)*। উক্ত আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। যার কোন শরীক নেই। এক্ষণে যদি কেউ তাতে ভাগ বসায় এবং নিজেরা আইন রচনা করে, তাহ'লে সে মুশরিক হবে। শিরকের উক্ত প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ। ফলে যেসব মুসলিম সরকার কোন একটি আইনও রচনা করেছে, যা আল্লাহ্র আইনের অনুকূলে নয়, তাদেরকে তারা মুশরিক ও মুরতাদ ধারণা করেছেন এবং তাদেরকে হত্যা করা সিদ্ধ মনে করেছেন। অথচ পূর্বের আয়াতগুলির ন্যায় এ আয়াতের অর্থ হ'ল, তারা প্রকৃত মুশরিক নয়, বরং কবীরা গোনাহগার।

(১১) আন'আম ১২১ আয়াত : আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ- 'যে সব পশু যবেহকালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। নিশ্চয়ই সেটি ফাসেকী কাজ। শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের মনে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। এক্ষণে যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*। এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রকাশ্য অর্থে মুশরিক ও কাফির অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভুল। বরং প্রকৃত অর্থ হবে, যদি সে যবহকালে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম নিতে অস্বীকার করে, তাহ'লে সে মুশরিক হবে। নইলে সেটি ফাসেকী তথা পাপের কাজ হবে। সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হবে না' *(কুরতুবী)*।

(১২) শূরা ১৩ আয়াত : আল্লাহ বলেন, ...أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ...- '...তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান কর, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়...' *(শূরা ৪২/১৩)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত 'আক্বীমুদ্দীন' অর্থ 'তোমরা তাওহীদ কায়েম কর'। নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলকে আল্লাহ একই নির্দেশ দিয়েছিলেন। সকল মুফাসসির এই অর্থই করেছেন। যেমন

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ– 'নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং ত্বাগূতকে বর্জন করো' *(নাহল ১৬/৩৬)*। 'ত্বাগূত' অর্থ শয়তান, মূর্তি, ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বানকারী ইত্যাদি *(কুরতুবী)*। এখানে 'আল্লাহ্র ইবাদত' বলে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব তথা 'তাওহীদে ইবাদত' বুঝানো হয়েছে। কিন্তু খারেজীপন্থী লেখকগণ 'তোমরা দ্বীন কায়েম কর'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'তোমরা হুকূমত কায়েম করো'।[২৫] অর্থাৎ নবীগণ সবাই হুকূমত দখলের রাজনীতি করেছেন, তোমরাও সেটা কর। বস্তুতঃ এটি নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

(১৩) হাদীদ ২৫ আয়াত : আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ– 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড। যাতে মানুষ ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমরা লৌহ নাযিল করেছি যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন কে তাকে ও তার রাসূলদেরকে না দেখেও সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী' *(হাদীদ ৫৭/২৫)*।

খারেজীপন্থী মুফাসসিরগণ এখানে 'লৌহ' অর্থ করেছেন 'Authority' বা 'শাসনশক্তি'। তারা বলেছেন, এখানে 'লোহা' মানে শাসন ক্ষমতা। শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়'। তাদের মতে 'ইনসাফ কায়েম করার জন্য শাসনশক্তি হস্তগত করে আল্লাহ্র কিতাবকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এ কাজটিই সব ফরযের বড় ফরয। প্রধান ফরযটি কায়েম করা হ'লে আল্লাহ্র অন্য সকল ফরযই সহজে কায়েম হ'তে পারে। আসল ফরযটি কায়েম না থাকায় আর কোন ফরযই বাস্তবে ফরযের পজিশনে নেই। নামায-রোযা সমাজে ফরযের মর্যাদায় নেই। মুবাহ

২৫. আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্ববাত ৩২০ পৃ.; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বই; জিহাদ ও ক্বিতাল ৪৪-৪৫, ৫২-৫৩ পৃ.।

অবস্থায় আছে- যার ইচ্ছা নামায-রোযা করে। দীন বিজয়ী থাকলে নামায-রোযা ফরয হিসেবে কার্যকর থাকত'।[২৬]

এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী খেলাফত কায়েম না থাকায় তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য এখন ছালাত-ছিয়াম ফরয নয়, বরং 'মুবাহ' পর্যায়ে রয়েছে। যা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই। কি মারাত্মক ভ্রান্তি! অথচ এদেশের সব মুসলমানই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হিসাবেই আদায় করে থাকেন।

এর পক্ষে তারা একটি হাদীছেরও অপব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ– 'নিশ্চয়ই বনু ইস্রাঈলদের পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখন একজন নবী মারা যেতেন, তখন তার স্থলে আরেকজন নবী আসতেন'।[২৭] এখানে এর অর্থ তারা করেছেন 'বানী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন

২৬. অধ্যাপক গোলাম আযম, রসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? সূরা হাদীদ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা সহ 'এ বইটির উদ্দেশ্য' শিরোনামে লিখিত। পুস্তিকাটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০৭। লেখক বইটি লিখেছেন সঊদী আরবের জেদ্দায় বসে মার্চ মাসে। ছাপা হয়েছে পরের মাসে ঢাকায়। এ সময় ২০০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী হ'তে ২০০৮-এর ২৮শে আগষ্ট পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন কারাগারে মিথ্যা মামলায় ধুঁকে ধুঁকে মরছিলেন। প্রশ্ন হয়, তখন মাননীয় লেখকের নেতৃত্বাধীন দল ও জোট বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল। এতদসত্ত্বেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের মানবাধিকার হরণ করেছিলেন কেন? এই সংগঠনের মযলূম আমীর ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন কারাগারে জুম'আ ও জামা'আতের ফরয আদায় থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য দায়ী হবে কে? কেন তাঁকে ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন ১০টি সরকার বাদী মিথ্যা মামলার ঘানি টানতে হ'ল? কেন তাদেরকে তাদের লালিত জঙ্গী দলের (জেএমবি) সাথে সম্পৃক্ত করা হ'ল? তাদের তৈরী মিথ্যা তালিকা ধরে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় তাদের অনেকের উপর নির্যাতন শুরু করেছে। এভাবে কেন সংগঠনকে দেশে-বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ করা হ'ল? নির্দোষ আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীদের উপর অন্যায় নির্যাতনের জন্য এইসব ইসলামী নেতারা আল্লাহ্র সামনে কৈফিয়ত দিতে পারবেন কি? উল্লেখ্য যে, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম (১৯২২-২০১৪) মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে ২০১২ সালের ১১ই জানুয়ারী ঢাকায় গ্রেফতার হন। অতঃপর আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে থাকা অবস্থায় ২০১৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেন।

২৭. বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭৫।

পরিচালনা করতেন'।... 'যখনই একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন'। অতঃপর তারা বলেন, এর দ্বারা প্রমাণ হলোঃ বানী ইসরাঈলদেরকে অবিরামভাবে অসংখ্য নবী শাসন পরিচালনা করতেন। যখনই কোন নবী মৃত্যুবরণ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।[২৮]

অতঃপর আমাদের লিখিত 'দাঊদ ও সোলায়মান ব্যতীত কোন নবীই সিয়াসাতে মুল্কীর অধিকারী ছিলেন না'।[২৯] 'নবীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না এবং তা পাবার জন্য লড়াইও করেননি'।[৩০] 'নবী-রাসূলগণ তাদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি'।[৩১] এগুলির জবাবে তারা বলেন, 'কিন্তু বাস্তব এই যে, নবী রসূলগণ তাদের যুগের প্রতিষ্ঠিত তাগুতী শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোন কোন নবী-রসূল তাগুত শাসকদেরকে উৎখাত করে নিজে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আল্লাহ্র বিধান জারী করেছিলেন। আবার কেহ কেহ উৎখাত করতে না পারলেও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আজীবন সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে গেছেন'।[৩২]

অথচ তাদের এই দাবী কুরআন-হাদীছ বিরোধী, যুক্তি বিরোধী ও ইতিহাস বিরোধী। পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-কে তাঁর কওমের নেতারা বলেছিল, مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ 'এ ব্যক্তি তোমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়...' *(মুমিনূন ২৩/২৪)*।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও তাঁর কওমের নেতারা বলেছিল, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ- وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ- 'সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন

২৮. যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৬৬ পৃ.।
২৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) ৩৬৫ পৃ.।
৩০. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি ১৩ পৃ.।
৩১. সমাজ বিপ্লবের ধারা (মার্চ ১৯৯৪) ১৬ পৃ.।
৩২. যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৬৫, ১৬৭ পৃ.।

উপাস্যকে সাব্যস্ত করে? নিশ্চয়ই এটি এক বিস্ময়কর বস্তু'। 'তাদের নেতারা একথা বলে চলে যায় যে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই (মুহাম্মাদের) এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত' *(ছোয়াদ ৩৮/৫-৬)*।

বিশ্বের প্রথম রাসূল ও শেষ রাসূলের যামানার মুশরিক নেতাদের ন্যায় আখেরী যামানার এইসব কথিত ইসলামী নেতারাও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আপোষহীন তাওহীদী দাওয়াতকে ক্ষমতা দখলের দুরভিসন্ধি বলে জঙ্গী তৎপরতার অপবাদ দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন।

তারা বলেছেন, শাসনক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা কিতাব ও মীযানের সাথে শাসনক্ষমতাও নাযিল করেছেন।... শাসনক্ষমতা যদি সৎলোকের হাতে থাকে, তাহলে মানুষ বহু কল্যাণ লাভ করে'।[৩৩]

প্রশ্ন হয়, এই দলটির আমীর ও সেক্রেটারী দু'জনেই মন্ত্রী হয়ে তাদের জোটনেত্রীর মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের উপর ইতিহাসের বর্বরতম নির্যাতন চালিয়ে কোন্ মানবাধিকার বাস্তবায়ন করেছিলেন? তবে এটা সত্য যে, নারী নেতৃত্ব হারাম বলা সত্ত্বেও তাঁরা ১৯৯৬-২০০১ টার্মে শেখ হাসিনাকে সমর্থন করায় তিনি ক্ষমতাসীন হ'তে পেরেছিলেন। সে সময় ৭ম জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বক্তৃতাকে টেবিল চাপড়িয়ে সমর্থন করতেন সরকারী দল আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীগণ। যার ক্যাসেট এখনও বাজারে পাওয়া যায়।

অতঃপর ২০০১-২০০৬ টার্মে বেগম খালেদা জিয়াকে সমর্থন করার পুরস্কার হিসাবে আমীর ও সেক্রেটারী জেনারেল দু'জনেই দু'টি মন্ত্রীত্ব লাভ করেন।[৩৪] আর তখনই তারা আক্রমণ চালান তাদের আক্বীদার বিরোধী হওয়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উপর। একেই বলে 'যুক্তি

---

৩৩. অধ্যাপক গোলাম আযম, রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? ১৩ পৃ.।

৩৪. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (১৯৪৩-২০১৬) প্রথমে কৃষিমন্ত্রী (২০০১-২০০৩) ও পরে শিল্পমন্ত্রী (২০০৩-২০০৬; ফাঁসি ১১.৫.২০১৬ইং) ও আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ (১৯৪৮-২০১৫) সমাজকল্যাণমন্ত্রী (২০০১-২০০৭; ফাঁসি ২২.১১.২০১৫ইং)।

যেখানে অচল, যষ্ঠি সেখানে সচল'। আদর্শিক মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর হক দাওয়াতকে স্তব্ধ ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'আল্লাহ্‌র মার দুনিয়ার বার'। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন!

বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণ কেউই শাসনক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করেননি। বরং তাঁরা হিকমত ও নছীহতের মাধ্যমেই সমাজ সংশোধন করেছেন। আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, হামযা কেউই অস্ত্রের ভয়ে বা শাসনশক্তির ভয়ে মুসলমান হননি। যুগে যুগে এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারাই চরমপন্থী দর্শনের মূল উৎস। আর এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি।

এ ধরনের খারেজীপন্থী তাফসীর বহু যুবকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে। তারা অবলীলাক্রমে মুসলিম সরকার ও সমাজকে কাফের ভাবছে ও তাদেরকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। অথচ অন্তর থেকে কালেমা শাহাদাত পাঠকারী কোন মুমিন কবীরা গোনাহের কারণে কাফের হয় না এবং ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। এটিই হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের সর্বসম্মত আক্বীদা *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই ৬২-৬৩ পৃ.)*।

(১৪) সশস্ত্র জিহাদই একমাত্র পথ : তাদের মতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র জিহাদই একমাত্র পথ। প্রমাণ হিসাবে তারা বলেন, খায়বর যুদ্ধের ঝাণ্ডা হাতে পাওয়ার পর আলী (রাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّـــى يَكُونُوا مِثْلَنَـــا 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয়, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব'। নবী (ছাঃ) বললেন, انْفُذْ عَلَى رِسْـــلِكَ 'তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে'। অতঃপর তারা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নির্দেশ এ বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, কিতাল তথা যুদ্ধই একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ এবং কিতালের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে কাফিরদের দাওয়াত দেয়া একটি অংশ মাত্র' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১০১-০২ পৃ.)*।

অথচ عَلَى رِسْلِكَ-এর অর্থ হ'ল عَلَى هَيْنَتِكَ 'তুমি ধীরে-সুস্থে চল' *(ফাৎহুল বারী হা/৩৯৭৩)*। এর অর্থ 'তোমার নীতি অনুসরণ করে চল' নয়। কেননা

ইসলামের নীতির বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা সিদ্ধ নয়। আর সে নীতি হ'ল হামলার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। যা উক্ত হাদীছের শেষে বলা হয়েছে। حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْـــلاَمِ 'যতক্ষণ না তুমি তাদের এলাকায় অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও'...। কেননা فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَـــكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ الـــنَّعَمِ 'আল্লাহ্র কসম! তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজন লোককেও সুপথ প্রদর্শন করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চাইতে উত্তম হবে' *(বুখারী হা/৩৭০১)*।

কে না জানে যে, যুদ্ধ জয়ের পর ইহূদীদেরকে যবরদস্তি মুসলমান করা হয়নি। বরং খায়বরের দখলকৃত জমি সমূহ অর্ধেক ফসলে বর্গা চাষের বিনিময়ে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

(১৫) আত্মঘাতী হামলা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ 'যে মুসলমান ...তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ..'।[৩৫] এজন্য তারা আত্মঘাতী হামলা জায়েয মনে করেন। অথচ আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُـــسَكُمْ 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে তীব্র যন্ত্রণায় কাতর জনৈক সৈনিক আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা তার শেষ আমলটি ছিল জাহান্নামীদের আমল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُـــلِ الْفَـــاجِرِ 'আল্লাহ অবশ্যই ফাসেক-ফাজেরদের মাধ্যমে এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন'।[৩৬]

তারা আত্মঘাতী হামলাকে ফেদায়ী হামলা বলেছেন। আর এর প্রমাণ হিসাবে খায়বর যুদ্ধে শহীদ আমের ইবনুল আকওয়া' (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা পেশ করেছেন। যিনি শত্রুকে মারতে গিয়ে তরবারী ছোট থাকায় তা ফিরে এসে নিজের হাঁটুতে লাগে। পরে সেই আঘাতই তাঁর

---

৩৫. আবুদাঊদ হা/৪৭৭২; তিরমিযী হা/১৪২১; নাসাঈ হা/৪০৯৫; মিশকাত হা/৩৫২৯।
৩৬. বুখারী হা/৩০৬২, ৪২০২; মিশকাত হা/৫৮৯২।

মৃত্যুর কারণ হয়। এতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবে।[৩৭] অথচ ভুলক্রমে নিজের আঘাতে মৃত্যু এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মঘাতী হওয়া কখনো এক নয়।

অনুরূপভাবে শাহাদাতের আকাংখায় যুদ্ধে যোগদানকারী শহীদ ছাহাবীগণকে তারা আত্মঘাতী হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন।[৩৮] অথচ শাহাদাতের আকাংখাতেই জিহাদ করতে হয় এবং জিহাদরত অবস্থায় প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হ'লে তাকে 'শহীদ' বলা হয়। শান্ত অবস্থায় চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে আত্মঘাতী হওয়ার নাম 'শহীদ' হওয়া নয়। অতএব শত্রুর হাতে শহীদ হওয়া আর নিজে আত্মঘাতী হওয়া কখনো এক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারবার শহীদ হ'তে চেয়েছিলেন, এর উচ্চ মর্যাদার কারণে।[৩৯] কিন্তু তিনি শত্রুর আঘাতে শহীদ হননি বা আত্মঘাতী হননি।

তারা সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত দিয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, 'তোমাদের উপর ক্বিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) ফরজ করে দেয়া হয়েছে, অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*। এর অর্থ হামলাকারী সশস্ত্র শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল ফরয। সাধারণ অবস্থায় নয়। আর ক্বিতালের জন্যই তো সেনাবাহিনী লালন করা হয়। প্রত্যেকেই ক্বিতাল শুরু করলে তো দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। তখন কে কার উপরে ইসলাম কায়েম করবে?

আলী (রাঃ) বলেন, জনৈক সেনাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার সেনাদলকে আগুনে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন একদল তাতে প্রবেশ করার সংকল্প করল। অপর দল একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলল, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসেছিলাম'। তখন আমীরের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও আগুন নিভে যায়। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে ঘটনাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বলা হ'লে তিনি বলেন, لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَـــةِ 'যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহ'লে

৩৭. বুখারী হা/৩৮৭৫; যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ২১৫ পৃ.।

৩৮. যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৯৮-২১৫ পৃ.।

৩৯. বুখারী হা/৩৬; মুসলিম হা/১৮৭৬; মিশকাত হা/৩৭৯০ 'জিহাদ' অধ্যায়।

Contents

ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকত'। তিনি আরও বলেন, لاَ طَاعَةَ فِـــى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় কর্মে'।[৪০] এতে বুঝা যায় যে, আমীর নির্দেশ দিলেও আত্মঘাতী হওয়া জায়েয নয়।

(১৬) তওবা ৭৩ আয়াত : আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِـــيُّ جَاهِـــدِ الْكُفَّـــارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর ওটা হ'ল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(তওবা ৯/৭৩)*। চরমপন্থীদের যুক্তি ' রাহেগী মাক্ষী উসতাক, যাবতাক রাহেগী নাজাসাত' ('মাছি অতক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ দুর্গন্ধ থাকবে')। অর্থাৎ দেশে তাদের দৃষ্টিতে কাফের-মুনাফিক যারা আছে, তাদের সবাইকে খতম করলেই কেবল ইসলাম কায়েম হবে এবং দেশে শান্তি আসবে। অথচ শয়তান যেহেতু আছে, দুর্গন্ধ থাকবেই, মাছিও থাকবে *(দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' ৪৫ পৃ.)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন তরবারি দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন চারটি তরবারি দ্বারা। ১. মুশরিকদের বিরুদ্ধে *(তওবা ৫)*। ২. আহলে কিতাবের কাফেরদের বিরুদ্ধে *(তওবা ২৯)*। ৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে *(তওবা ৭৩)* এবং ৪. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে *(হুজুরাত ৯)*। আর এগুলি সবই নির্ভর করে যখন তারা মুনাফেকী প্রকাশ করে দেয় ও তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে। ইবনু জারীর এটাকেই পসন্দ করেছেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল'। ইবনুল 'আরাবী

---

৪০. মুসলিম হা/১৮৪০; বুখারী হা/৭১৪৫, ৭২৫৭; যাদুল মা'আদ ৩/৪৫০-৫১; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৫৮২ পৃ.।

বলেন, যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার বিষয়টি হ'ল স্থায়ী জিহাদ'।[৪১] আধুনিক যুগে যবান, কলম ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম একই গুরুত্ব বহন করে। বরং কলমই হ'ল স্থায়ী জিহাদ।

বস্তুতঃ কাফের ও মুনাফিকদের বড় শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 'আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি *(তওবা ৯/৬৮)*।

(১৭) মায়েদাহ ৩ আয়াত : আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا– 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'... *(মায়েদাহ ৫/৩)*। বিদায় হজ্জের দিন সন্ধ্যায় অত্র আয়াত নাযিল হয়। অতএব ইসলাম যেহেতু সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণতা পেয়েছে, সেহেতু আমাদেরকে সর্বদা সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ৯৪ পৃ.)*।

অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ জীবনই মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়, কেবলমাত্র তাঁর শেষ আমলটুকু নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১, মাদানী সূরা)*।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর নীতিতে মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

---

৪১. কুরতুবী, সূরা তওবা ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ৮/১৮৭ পৃ.।

দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে আমাদেরও সেটাই কর্তব্য *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

****

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াতী নীতি

(ক) মাক্কী জীবনে : আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ- 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। তিনি বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ- 'ঐ ব্যক্তির চাইতে সুন্দর কথা কার আছে, যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকে ও সৎকর্ম করে এবং বলে যে, আমি অবশ্যই আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*।

(খ) মাদানী জীবনে : আল্লাহ বলেন, لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ- 'বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(আলে ইমরান ৩/১৬৪; জুম'আ ৬২/২)*।

বস্তুতঃ মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াতের তরীকা ছিল একই। সেটি ছিল মানুষকে প্রজ্ঞার সাথে আল্লাহ্র পথে ডাকা। আর সশস্ত্র শত্রুদের মুকাবিলার জন্যই তিনি যুদ্ধ করেছেন মাত্র আল্লাহ্র হুকুমে। এ যুগেও যেকোন মুসলিম সরকার ইসলামের স্বার্থে সেটি

করতে বাধ্য। না করলে তারা খেয়ানতকারী ও মহাপাপী হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিবেন’।[৪২]

****

মুসলমানকে কাফের গণ্য করার ফল

উল্লেখ্য যে, কাফির ঘোষণা করা কেবল সরকারের বিরুদ্ধে নয়, যেকোন মুসলিমের বিরুদ্ধেও হতে পারে। আর কাফির গণ্য করে তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ যদি হালাল করা হয়, তাহলে মুসলিম উম্মাহ্র ঘরে-ঘরে বিপর্যয় নেমে আসবে। যেমন বাপকে ‘কাফের’ গণ্য করা হ’লে মায়ের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি তার জন্য পিতার রক্ত হালাল হবে। একই অবস্থা হবে ভাই ভাইয়ের ক্ষেত্রে, স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে। আর যদি এটা কোন সরকারের বিরুদ্ধে হয়, তাহ’লে সেটা আরও কঠিন হবে এবং সারা দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। নিরপরাধ নারী-শিশু ও সাধারণ নির্দোষ মানুষ সরকারী জেল-যুলুম ও নির্যাতনের অসহায় শিকারে পরিণত হবে, যা আজকাল বিভিন্ন দেশে হচ্ছে।

কিছু লোক বোমা মেরে দ্বীন কায়েম করতে চায়। তারা অমুসলিমের চাইতে মুসলিম নেতাদের হত্যা করাকে বেশী অগ্রাধিকার দেয়। তবে মুমিন-কাফির যেই-ই হৌক নিরস্ত্র ও নিরপরাধ কোন মানুষকে হত্যা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামী আদালত বা দায়িত্বশীল বৈধ কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যাযোগ্য আসামী সাব্যস্ত করতে পারে না। অথচ স্বেচ্ছাচারী কিছু চরমপন্থীর জন্য আজ নির্দোষ মুসলিম নর-নারী নিজ দেশে ও প্রবাসে ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন।

---

৪২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ‘আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে লোকদের উপর নেতৃত্বে আসীন করেন, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে অধীনস্তদের উপর খেয়ানতকারী অবস্থায়, তাহ’লে আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন’ *(মুসলিম হা/১৪২; বুখারী হা/৭১৫১; মিশকাত হা/৩৬৮৬)*।

মানুষ হত্যার পরিণাম

আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।[৪৩]

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোখার জন্য বিদেশী আধিপত্যবাদীদের চক্রান্তে ও তাদের অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এবং তাদেরই এজেন্টদের মাধ্যমে এটি সর্বত্র লালিত হচ্ছে। অতএব সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও আল্লাহভীরু সৎসাহসী প্রশাসনের পক্ষেই কেবল এই অপতৎপরতা হ'তে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব। সেই সাথে আবশ্যক সত্যিকারের দ্বীনদার ও বিজ্ঞ আলেম-ওলামাদের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করে তরুণ বংশধরগণকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلي ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

***

৪৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, জিহাদ ও ক্বিতাল (২য় সংস্করণ ২০১৩) ৪৫-৪৬ পৃ.।

পরিশিষ্ট

বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো উইকিলিক্স (WIKILEAKS)-এর তথ্য ফাঁস :

১. [ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস (HARRY K. THOMAS) কর্তৃক মার্কিন সরকারের নিকট প্রেরিত গোপন রিপোর্ট]

তারিখ : ০৩.০৩.২০০৫ইং বৃহস্পতিবার

তারবার্তার বিষয়বস্তু : ARRESTED DR. GALIB : TERRORIST OR DUPE? (ড. গালিব গ্রেফতার : সন্ত্রাসবাদী না প্রতারণার শিকার?)

বিবরণ-১ : ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের গ্রেফতারের পর থেকে সংবাদপত্র সমূহ ক্রমাগতভাবে প্রফেসর গালিবকে জেএমজেবি ও জেএমবি-র সশস্ত্র তৎপরতার একজন জোরালো পৃষ্ঠপোষক (extreme advocate) বলে প্রচার করে যাচ্ছে। পত্রিকা সমূহের রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বিস্ফোরণ ও বোমাবাজির ঘটনা সমূহের প্রেক্ষিতে পুলিশ ড. গালিব-এর বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান (Chief) হিসাবে চার্জ গঠনের পরিকল্পনা করছে। পত্রিকা সমূহ রিপোর্ট দিচ্ছে যে, তাঁর চরমপন্থী যোগাযোগ এবং সেই সাথে প্রায় ৬০০ মসজিদ, মাদরাসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ নির্মাণের জন্য বিশাল বিদেশী ফাণ্ডের উৎস প্রমাণের উদ্দেশ্যে পুলিশ ড. গালিবের বাসায় তল্লাশি চালিয়েছিল।

এদিকে ঢাকায় 'জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল' জেআইসি-তে কোনরূপ সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ততাকে ড. গালিব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

বিবরণ-২ : বিশ্বস্ত সূত্রসমূহ এ ব্যাপারে বলতে অপারগ (unable to say) যে, সম্প্রতি বিভিন্ন যাত্রামঞ্চে, গ্রামীণ ব্যাংকে বা ব্র্যাক এনজিও-তে বোমা হামলার ব্যাপারে ড. গালিব কোনভাবেই জড়িত (largely responsible) ছিলেন কি-না।

উক্ত সূত্রসমূহ এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে অপারগ (unable to confirm) যে, কোনরূপ বিস্ফোরক দ্রব্য অথবা গোলা-বারূদ পাওয়া গেছে কি-না কিংবা কোন বিদেশী অর্থায়ন বা বিদেশী ফাণ্ডের উৎস মিলেছে কি-না'।

(সূত্র : https://wikileaks.org/plusd/cables/05DHAKA914_a.html)।

২. তারিখ : ২০.০৪.২০০৫ইং বুধবার

তারবার্তার বিষয়বস্তু : CONTRASTING LOCAL VIEWS ON DR. GHALIB (ড. গালিব সম্পর্কে এলাকার মতামত সমূহ)।

Summary : Ahle Hadith Andolan Amir Assadullah Ghalib remains in prison while Ahle Hadith supporters claim his innocence, state their movement is non-political, is not a terrorist organization, and has no ties with JMB. Ghalib's proponents say his arrest was politically motivated, possibly by a jealous JI who want to control the millions of Ahle Hadith supporters and votes, or simply because the BDG needed a scapegoat for terrorist attacks. End Summary.

সারকথা : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর আমীর এখন জেলে আছেন। অন্যদিকে আহলেহাদীছ সমর্থকগণ তাঁর নির্দোষিতার দাবী করেছেন। তারা বলেছেন যে, তাদের আন্দোলন অরাজনৈতিক। এটি কখনোই সন্ত্রাসী সংগঠন নয়। এর সাথে জেএমবি-র কোন সম্পর্ক নেই। গালিবের পক্ষে আন্দোলনকারীরা বলছেন, তাঁর গ্রেফতার ছিল রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি মূলক। সম্ভবতঃ ঈর্ষাপরায়ণ জামায়াতে ইসলামীর দ্বারা এটি হয়েছে। যারা লক্ষ লক্ষ আহলেহাদীছ সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং তাদের ভোট পেতে চায়। অথবা স্রেফ এই কারণে যে, সরকার সন্ত্রাসী হামলা দমনের জন্য একজন 'বলির পাঁঠা' চায়'। সারকথা সমাপ্ত।

(সূত্র : https://wikileaks.org/ plusd/cables/06DHAKA867_a.html)।

আমেরিকায় তার সরকারের নিকট প্রেরিত গোপন রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, The BDG is committed to building a strong legal case against Ghalib and the others to ensure long-term convictions. "We want him at least 14 years to let this movement die down."

'গালিব ও অন্যদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার শক্তিশালী আইনী মামলা তৈরী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। (তারা বলেন,) 'আমরা চাই তাকে কমপক্ষে ১৪ বছর জেলে রাখতে। যাতে এই আন্দোলন মরে শেষ হয়ে যায়।'

(সূত্র : https://wikileaks.org/plusd/cables/05DHAKA1851_a.html)।

৩. বাবরের স্বীকারোক্তি : তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ২০০৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজশাহীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদের সাথে ড. গালিবের সম্পৃক্ত না থাকার কথা অকপটে স্বীকার করেন।[৪৪]

৪. বাবরের তথ্য প্রকাশ : ফখরুদ্দীন আহমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২৮শে মে ২০০৭ সোমবার যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেফতারকৃত বিগত চার দলীয় জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর জেআইসির জিজ্ঞাসাবাদে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন, তার মধ্যে তিনি তাঁর সরকারের শেষ সময়ের 'হট ইস্যু' জঙ্গীবাদের উত্থান সম্পর্কেও অনেক তথ্য প্রদান করেন। যেখানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে কিভাবে ফাঁসানো হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর দেওয়া তথ্য গত ৫ই জুন ২০০৭ মঙ্গলবার একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়।

সেখানে তিনি বলেছেন, 'দেশের যেকোন স্থানে জঙ্গী ধরা পড়লে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নির্দেশেই তিনি তা ধামাচাপা দিতেন। ডিসি-এসপিরা তার নির্দেশে জঙ্গীদের যবানবন্দী পরিবর্তন করতেন। এসপিদের প্রতি নির্দেশ ছিল, কোথাও জঙ্গী ধরা পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানাতে হবে; এমনকি আইজি জানার আগেই। সূত্র মতে, ২০০৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির সময় ৭ জঙ্গী স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়ে। অতঃপর ঘটনাটি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে জানালে তিনি মামলার এজাহারে 'জঙ্গী' লিখতে বারণ করে ডাকাতির মামলা রেকর্ডের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বাবরের নির্দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট শাহ আলমের আদালতে দেয়া ৭ জঙ্গীর যবানবন্দী নথি থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এরপর জেআইসির গাইড লাইন অনুযায়ী যবানবন্দীতে তাদের নেতা হিসাবে আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের নাম বাদ দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম লেখা হয়। সে মতে ডিসির নির্দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট ছালাহুদ্দীন ৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুর ১-টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত তার অফিস কক্ষে ঐ ৭ জনের ১৬৪

৪৪. ঢাকা : দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, ভোরের কাগজ, ৩০শে সেপ্টেম্বর'০৫; মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ৪৫।

ধারার যবানবন্দী পুনরায় রেকর্ড করেন এবং ড. গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।[৪৫]

৫. হাইকোর্টের রায় :

তারিখ : ২০.০২.২০০৮ইং বুধবার

There is no material no record to show that Ahlehadis movement is militant Islamic organization connected with the J.M.B.

'সাক্ষ্যপ্রমাণে এমন কোন উপাদান নেই যা প্রমাণ বহন করে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জে.এম.বি'র সাথে সম্পৃক্ত একটি জঙ্গী সংগঠন'।

[হে আল্লাহ! তুমি মিথ্যা অপবাদ দানকারী ও মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্যাতনকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতে যথাযথ শাস্তি বিধান কর এবং এর মাধ্যমে যালেমদের শিক্ষা হাছিলের ও যথার্থভাবে তওবা করার তাওফীক দাও- আমীন!]

৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর মামলাসমূহের বিবরণী :

১.	রাজশাহী, শাহ মখদুম থানা, ০৫/০৫ (৫৪ ধারা)	এফআরটি (তাং ০৯.০৪.২০০৫ ইং)
২.	সিরাজগঞ্জ, উল্লাপাড়া থানা, এসটি ৪৫/০৫; নেওয়ারগাছা গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি	এফআরটি (০৪.০৭.২০০৫)
৩.	গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ থানা, এসটি ২২/০৫; মহিমাগঞ্জ ব্র্যাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি	এফআরটি (২৬.০৭.২০০৫)
৪.	নওগাঁ, পোরশা থানা, এসটি ৪৮/০৫; ব্র্যাক ব্যাংক অফিসে	এফআরটি (১৩.১১.২০০৫)

৪৫. দৈনিক আমাদের সময়, ৫ই জুন'০৭, পৃঃ ১।

Contents

	ডাকাতি	
৫.	গোপালগঞ্জ, কোটালীপাড়া থানা, সেশন ৩৬/০৬ ব্র্যাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি	এফআরটি (০৫.১১.২০০৬)
৬.	গাইবান্ধা, পলাশবাড়ী থানা, এসটি ১৬/০৫; তোকিয়ার বাজার যাত্রা প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা	বেকসুর খালাস (২৬.০৬.২০০৮)
৭.	বগুড়া, গাবতলী থানা, এসটি ৬৬/০৫ চকসাদু গ্রামে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার	বেকসুর খালাস (৩০.০৯.২০১০)
৮.	নওগাঁ, রাণীনগর থানা, ২১/০৫ সিম্বা গ্রামের খেজুর আলী হত্যা মামলা	এফআরটি (০৫.০৭.২০১১)
৯.	বগুড়া, শাহজাহানপুর থানা, এসটি ৬১/০৫; লক্ষ্মীকোলা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলা	বেকসুর খালাস (৩১.০৭.২০১১)
১০.	বগুড়া, শাহজাহানপুর, এসটি ৪৩৫/০৫ লক্ষ্মীকোলা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলায় হত্যা মামলা	বেকসুর খালাস (২০.১১.২০১৩)

গ্রেফতার : ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২ টা।
যামিনে মুক্তি : ২০০৮ সালের ২৮ শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব।
কারা ভোগ : ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন।
মামলা সমূহের মেয়াদকাল : ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন।